৭৮৬/৯২

আস্সাবুতুল গায়বিয়াহ

আলা রাদ্দিল ওয়াহাবিয়াহ

এর বঙ্গানুবাদ

Pdf By Syed Mostafa Sakib

ডক্টর. মুফতি মোহাম্মাদ শাকিল আহমাদ আলবী

আসবিনগর, কাহলা, রতুয়া, মালদা।

৭৮৬/৯২

আস্‌সাবুতুল গায়বিয়াহ

আলা রাদ্দিল ওয়াহাবিয়াহ"।

উর্দূ রচয়িতাঃ-

পীরে ত্বরীকত, মোফাস্‌সিরে কোরআন
মুফতি, মোহাম্মাদ শাকিল আহাম্মাদ
আসবী রেজবী।
[redacted] – [redacted]

বাংলা অনুবাদকঃ-

[redacted]
মৌলানা মোহাঃ ফজলুর রহমান
রেজাতপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।
মোবাইল- ৯৮০০৬০৯১২২
[redacted]

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশকঃ-

তানজিমে আবনায়ে আসবিয়া
আসবিনগর, কাহালা, রতুয়া, মালদা।
দূরভাষঃ- ৯৭৩৪১৮০৪৭১

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক কৃর্তক সর্ব শ্বত্ব সংরক্ষিত।

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর-২০১৪

উৎসাহ প্রদানেঃ-

মৌলানা মুখতার আলম ও আঞ্জুমানে গৌসুল ওরা বিন্দোল।

প্রুফ সংশোধন-

মুফতী শেখ আব্দুল কাইয়ুম রেজবী।

প্রিন্সিপাল-

আলজামিয়াতুল আসবিয়া মিশন, কাহালা, রতুয়া, মালদা।

বিনিময়ঃ- ৪০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থানঃ-

১। আলজামিয়াতুল আসবিয়া মিশন, কাহালা, রতুয়া, মালদা।
২। সাইদ বুক ডিপো- নিউ মার্কেট, কালিয়াচক।
৩। কুল্লিয়াতুল বানাত গুলশানে যোহরা দক্ষিণ ভবানিপুর,মালদা।
৪। পরিহারপুর মাদ্রাসা বিন্দোল, উঃ দিনাজপুর।

ইহাছাড়া সফরকালীন বিভিন্ন ধর্মীয় সভায় পাওয়া যাইবে।

মুদ্রণেঃ- উজালা প্রেস, রসাখোয়া, উত্তর দিনাজপুর।

-ঃঃ সূচী পত্র ঃঃ-

বিষয়ঃ	পাতা নং-
১। উৎস্বর্গ।	৪
২। স্বীকারক্তি।	৪
৩। লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনি।	৫
৪। অনুবাদকের বক্তব্য।	৬
৫। পুস্তক প্রনোয়নের কারণ।	৮
৬। অভিমত।	১০
৭। পবিত্র কোরআনের উজুল আলোকে ইলমে গায়েবের প্রমাণ।	১১
৮। আকায়েদ আহ্লে সুন্নত।	২৯
৯। দেওবন্দিদের আক্বীদা।	৩৩
১০। পবিত্র কোরান পাকের ভূল অনুবাদের দলিল।	৩৬

ঃঃ উৎস্বর্গ ঃঃ

আমি আমার জীবনের "প্রথম ধাপ" এই পুস্তকটি আমার শিক্ষক হযরত আল্লামা আবুল কালাম আহসানুল কাদরী সাহেবকে তার আত্মার মাগফেরতের উদ্দেশ্যে উৎস্বর্গ করিলাম। যার দুয়ার বরকতে ও নেক দৃষ্টির কৃপায় আমি এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছি।

উৎস্বর্গকারী **মহঃ শাকীল আহমদ আসবী** চিসতি কাদেরী খাদিম খানকাহ্। আসবী মিশন, কাহালা, রতুয়া, মালদা।

ঃঃস্বীকারোক্তিঃঃ

এই পুস্তক প্রণোয়নের সময় সব দিকেই সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তুবও মানুষ মাত্রই ভূলের পাত্র এই দৃষ্টিতে যদি কোন রকম কিছু ভূল পাঠক বর্গের নজরে আসে তাহলে দয়া করে জানাইয়া বাধিত করবেন।

اَلْاِنْسَانُ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانُ

محمد شکیل احمد آسوی

خادم خانقاہ ابوالعلائیہ جہانگیریہ بیلگچھیا کلکتہ ۳۷

পরবর্তী বাংলা ভাষার সংস্করণে তুলে ধরা হবে। ইনশাআল্লাহ।

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনি অনুবাদকের কলমে

নামঃ জনাব হজরত মৌলানা মুফতী ডক্টর **মহঃ শাকিল আহ্মদ আসবী** রেজবী বরকাতি।

পিতাঃ জনাব হুজুর **মৌলানা আব্দুল** লতিফ ক্বাদরী।

দাদুঃ জনাব হুজুর **মৌলানা মাওলাবক্স ক্বাদরী।**

জন্ম স্থানঃ ১/৩ জে.কে. ঘুষ রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭

জন্মঃ ইং- ৫ই মার্চ ১৯৭৫, রোজঃ শুক্রবার আনুমানিক ভোর ৪টা থেকে ৪ঃ৩৫ ঘটিকার মধ্যে এই ধরায় আগমন।

ইনাদের পূর্ব পুরুষঃ উত্তর প্রদেশের গাজিপুর জেলার দেওয়াইথা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনাদের বংশধর এবং এই বইয়ের মূল লেখক বংশ পরম্পরায় পীর আছেন।

শিক্ষা জীবনঃ- বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় জনক জনাব আব্দুল লতিফ সাহেবের কাছে সমপ্ত করেন।

মেট্রিক পাশঃ (হাই মাদ্রাসা) কলিকাতা বোর্ড।

ফাজেলঃ দার্সে নেজামিয়া বোকারো ষ্টিল বিহার।

মুফতিঃ নাদওয়াতুল ওলামা লাখনৌ ইউপি।

ক্বারীঃ দারুল উলুম জিয়াউল মুস্তাফা হাওড়া, টিকিয়াপাড়া। কামেল, আদীব মাহের, পি.এইচ.ডি. উর্দূ আলিগড় বিশ্ব বিদ্যালয়। এম.এ. ফার্সি মগদ বিশ্ব বিদ্যালয়। আর.এম.পি. ইউনানি মেডিসিন কলিকাতা।

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পর ভারত বর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কর্ম জীবন শুরু করেন। অনেক মাদ্রাসা তৈরী করেছেন। বর্তমান বাসস্থান যেখানে একটি বিরাট দ্বিতল মাদ্রাসা তৈরী করে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন । মালদা জেলার নিকটবর্তী মিলকির কাছে ভবানীপুর গ্রামে একটি মহিলা মাদ্রাসা তৈরী করেছেন। পীর মুরিদির ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার আছে ইনার মুরিদ মক্কা, মদীনা, আবু ধাবি, তাছাড়া পাকিস্থানের করাচিতে বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার বড় বড় ওলিয়ে কামেল এবং বুজুরগানে দ্বীন প্রায় ১৮জন ইনাকে খেলাফত প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করলাম। খেলাফত লাভঃ ১ম ফাইজুল আরেফীন আল্লামা গোলাম আসি পিয়া ১৯৯৪। ২য় আরেফ বিল্লাহঃ সৈয়দ জাকের আলী চিশতি আল ক্বাদেরী আলাইহের রাহমা ১৯৯৫। ৩য় ওয়াকফ্ রমুজ শরিয়ত সুফি আব্দুস সালাম নেহালী ১৯৯৬। ৪র্থ (কলমের বাদশাহ) আল্লামা আরসাদুল ক্বাদরী খাজা গরীব নাওয়াজের উরুসের সময় ১৯৯৬। ৫ম তাজুস শরীয়াহ্ মুফতী আখতার রেজা আযহারী ব্যাভেল ১৯৯৭।

৬ষ্ঠ হযরত ফখরুদ্দিন আশরাফ, আশরাফী উল জ্বিলানী সাজ্জাদা নাশিন কিছুছা শরীফ ফৈজাবাদ মদীনা শরিফ হজ্জের সময় ২০০০ সাল। ৭ম বারে তৌসিফে মিল্লত, আল্লামা তৌশিফ রেজা আসবীনগর মালদা ইং- ২০১১। সর্ব মোট ১৮জন বুজরগানে দ্বীন খেলাফত প্রদান করেছেন।

বর্তমান কর্ম জীবনঃ স্বীয় মাদ্রাসা আল জামিয়াতুল আসবী মিশন আসবী নগর (নিমতোলা) কাহালা রতুয়া, মালদা পরিচালনা করেন এবং উক্ত মিশনের শাইখুল হাদীশ, ক্বাজী ইদারায়ে শরিয়া এবং মুফতির ও কাজ করেন। বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় সভা এবং পীর মুরিদির কাজে অব্যাহত আছেন।

অনুবাদকের বক্তব্য

মাননীয় ইসলাম দরদী সুধী সমাজ! সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছান্তে জানাই মহান আল্লাহপাকের লাখো শুকুরিয়া এবং পিয়ারা হাবীব আমাদের আকা মাওলা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর অগনিত দরুদ পাক বর্ষিত হোক। আমার মতো একজন নগন্ন খাদেমের উপর এ দ্বায়িত্ব অর্পন করবেন (যিনি এই পুস্তকের মূল লেখক) আদৌ ভাবতে পারিনি।

যাই হোক হুবহু উর্দূ থেকে বাংলায় ভাষান্তর করা সোজা কথা নয়। কারণ এমন কতকগুলি শব্দ মিশ্রিত হয়েছে প্রতিটি ভাষায় যেমন, বাংলা ভাষার মধ্যে চেয়ার টেবিল, চা, চিনি, কাপ। ইংরেজীও চিনা ভাষা মিশ্রণ। যতদুর সম্ভব চেষ্টা করেছি মূল বক্তব্যের উপর কলম চালিয়েছি। লেখার ব্যাপারে এটি আমার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। প্রথমে ছোট একটি পুস্তক লেখেছিলাম ''ওয়াহাবির সঙ্গে বিবাহ হারাম''। এবারে ''আস্সাবুতুল গায়বিয়া আলা রাদ্দিল ওয়াহাবিয়াহ'' পুস্তকটি অনুবাদ করার জন্য কলম ধরলাম। জানিনা মহান আল্লাহপাকের দরবারে কতটুকু কবুল হবে আল্লাহ ভালো যানেন। বর্তমান যুগে ইসলামকে কুঠার ঘাত করার জন্য বহু দল, বহু ঝড় বয়ে গেছে এখনো বহু মত বিদ্যমান। ৭৩ দলের মধ্যে সবাই জাহান্নামী কিন্তু এক দল জান্নাতী এটা হুজুর পাকের বাণী ওই এক দলটি হল ''আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামায়াত'' এতে কোন সন্দেহ নাই। এখোনো সময় থাকতে সাবধান হয়ে যান। প্রকৃত সুন্নাতের ধযাধারী হয়ে স্বীয় পীর মুর্শিদের অনুসরণ করে চলুন। ইনশাআল্লাহ কামেয়াবির মনজিল হাসীল হবে।

প্রতিটি পাঠকের প্রতি রইল আবেদন আমার জন্য দূয়া রাখবেন যেন ঈমান নিয়ে পরপারে পাড়ি জমাতে পারি আমীন! সুম্মা আমীন!!

ইতি-

অধম অনুবাদক

মহঃ ফজলুর রহমান আফতাবী, রেজভী

রেজাতপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

দূরভাষঃ ৯৮০০৬০৯১২২

pdf By Syed Mostafa Sakib

"পুস্তক প্রনোয়নের কারণ"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

দীর্ঘদিন যাবৎ দেওবন্দী মোতালম্বি আলেমরা প্রীয় নবী সাইয়েদুল আম্বিয়া তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর শানে একটি বিষয়ের উপর বিভিন্ন বিভ্রান্তি কর মশলা লেখে ও বিরূপ মন্তব্য করে মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। সে বিষয়টি হল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইলমে গায়েবের অধিকারী ছিলেন কী না? দেওবন্দী মতবাদী আলেমগণের এই ঈমান ধ্বংসকারী মসলার বিরুদ্ধে তাদের ভূল ভাঙাবার জন্য কঠোর হস্তে আমি কলম ধরলাম। তাদের যেন ভূল ভেঙে যায়। প্রকৃত ব্যাপারে যেন তারা অবগত হতে পারে। জ্ঞানের চোখ যেন খূলে যায়। শয়তানি পর্দা দূর হয়ে যায়।

কারণ আক্বীদা ও ঈমান এমন একটি দেওয়াল (প্রাচীর) যার উপর আমলের ইমারত (দালান) পাহাড়ের ন্যায় দন্ডায়মান হয়ে আছে।

আক্বীদা ও ঈমান এমন একটি ব্যাপার যার মধ্যে একটি ছুঁচ বরাবর ছিদ্র হয়েগেলে তার সমস্ত আমল খোদা তায়ালার দরবারে বেকার হয়ে যাবে।

কাজেই বুঝতে হবে ঈমানের স্থায়িত্ব প্রকৃত আমলের উপর ঈমান তার নাম تَصْدِيْقٌ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ রসুলে খোদা সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম যাহা কিছু নিয়ে এসেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হল ঈমান।

কথা পরিস্কার হয়েগেল মহব্বতে রাসুল প্রধান শর্ত। অন্তরের মধ্যে যদি রাসুল পাকের মহব্বত না বিরাজমান হয় বা না থাকে তাহলে সমস্ত আমল ব্যর্থ।

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے — اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

মোহাম্মাদ কী মহব্বত দ্বীনে হক কী শর্ত আউয়াল হায়,

ইসি মে হো আগার খামি তো সাব কুচ না মোকাম্মেল হায়।

অর্থাৎ- হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা এটাই দ্বীনের প্রথম শর্ত। এই ভালোবাসার মধ্যে যদি সামান্য বিন্দু পরিমাণ কম হয় তাহলে জীবনের সব কিছু অসম্পূর্ণ থেকে গেল। অতএব সাবধান। এটাই একটা প্রধান কারণ এই যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রথমেই কলমা পড়ান নাই প্রথমে নিজেকে মানিয়েছেন।

অতএব যখনই হুজুরকে মানবে তখনই উনার সমস্ত আচার আচরণ চলাফেরা উঠাবসা যা করতে বলেছেন, যা উনি নিজে করেছেন, উনার হুকুম, নির্দেশ, আদেশ সবকে মানতে হবে। যখন উনাকেই মানলাম না তখন উনার আদর্শকে কী আর মানব। ইলমে গায়েবের অধিকারী স্বয়ং যিনিই নিজেই স্বাক্ষী মরুভাস্কর হুজুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভালো ভাবেই জানেন আমার লেখনির উদ্দেশ্য কী।

আহ্লে সুন্নাত ও জামাতের উদ্দেশ্য কী। দুটি বিচ্ছিন্ন মেরুতে অবস্থান করা দুটি ভাই গলায় গলায় মিল হয়ে যাও। সমস্ত রকম মত বিরোধ মনোমালিন্য দুরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এমন একটি অবস্থান তৈরী করা হউক সবাই একই আকীদার পরিপন্থি হয়ে যাই। মহান রাব্বুল ইজ্জাতের দরবারে এটাই আমার দোয়া এমন একটি অবস্থান তৈরী হউক যেখানে আমরা সবাই একই সারিতে থেকে সমস্ত লোক এক খেয়াল এক আক্বীদার মতালম্বি হই।

আল্লাহপাক একে কবুল করুন এবং এই পুস্তক সকলের হেদায়েতের মাধ্যম হউক। আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন।

বাজাহে সাইয়েদুল মুরসালিন আলাইহে তাহিয়্যাতো ওয়া তাসলীম ওয়া আলা আলেহী তাইয়্যেবীনা ওয়া আসহাবেহীল মোকার্‌রামীনা ওয়া আলা মানিত্বাবাহুম এলা ইয়াওমিদ্দিন বে রাহমাতেহী ওয়া হুয়া আর হামার রাহেমীন। ফকির মহঃ শাকিল আহ্‌মদ আসবী, ওফেয়া আনহু।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অভিমত

খতিবে বাঙ্গাল হযরত আল্লামা মৌলানা আলহাজ মহঃ আবুল কালাম আহ্সানুল ক্বাদরী আল ফাইজি শিক্ষক দরুল উলুম জিয়াউল মুস্তাফা, হাওড়া।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

বিস্মিল্লাহির রাহমানীর রাহিম।

"নাহমাদুহু ওয়ানু সাল্লিআলা রাসুলিহিল কারিম"

আমরা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমাদের আকীদা হল এই যে, হুজুর তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ পাকের যেমন সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্তম সৃষ্টি, তদ্রুপ সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম শিক্ষক বটে। তিনার শিক্ষা সকলের থেকে সর্বোত্তম। তিনিই সকলের শিক্ষক। বর্তমান, ভবিষৎ এবং অতীতের সমস্ত শিক্ষাই হুজুরের কাছে বিদ্যমান। দুনিয়ার শিক্ষা হউক অথবা আখেরাতের ইলমে শাহাদত (স্বাক্ষী) হউক বা অদৃশ্য ইল্ম (ইলমে গায়েব) হউক একের পর এক সমস্ত বিদ্যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এমনকি কবে আরম্ভ হল কবে শেষ হবে যাহা একমাত্র আল্লাহ পাক ভালো যানেন। এমনকি মাকানা ওয়া মাইয়াকুন অর্থাৎ যা হয়েছে এবং যা হবে নবী পাক সেখানকারও সমুদয় বিদ্যা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলেন। এমনকি এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহন করার পরেও হুজুরের ইল্ম এমনভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের অনু পরমানু পরিমান যা আছে সমস্তই হুজুরের কাছে দৃশ্যমান। এইভাবে উনি দেখতে পান নিজের হাতের তালুর মধ্যে যেন সব বিছু ভাসমান। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় একদল নামধারী মুসলমান ইল্মে গায়েবের অস্বীকার কারীর দল এই ব্যাপারকে নিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করে আজ মুসলমানে মুসলমানে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ ওলামায়ে আহ্লে সুন্নত এই বিষয়ের উপরক অকাঠ্য প্রমান দিয়ে বহু পুস্তক প্রনোয়ন করা সত্ত্বেও হক ও বাতিলের বিভাজন বন্দ হয় নাই। বাতিলের দল এখনোও মরণপন লড়াই করছে।

তাদের স্বপক্ষে মিথ্যা যুক্তি, দলিল অবতারণা করে। খোদা জানেন কতদিন এই লড়াই বিদ্যমান থাকবে এই পুস্তকটিও তার একটি প্রমান। "আস্সবুতুল গাইবিয়া আলা রাদ্দিল ওয়াহাবিয়াহ্" লেখক আমার স্নেহভাজন খতিবে মিল্লাত পীরে তরিকত, হযরত মৌলানা মুফতি,

ক্বারী মহঃ শাকিল আহ্মদ আসবী রেজবী প্রিন্সিপাল দারুল উলুম ফাইজুল কোরান রিজবিয়া, কোলকাতা সু-নিপুন ভাবে কোরান পাক ও হাদীস পাকের দলীল উদ্ধৃতি করেছেন এবং প্রমান করে দিয়েছেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব (অদৃশ্যজ্ঞান) ছিল।

মিমাংসাতো আহ্লে হকরাই করবেন। যারা সত্যের আলোকে পরিচালিত এখানে লেখক সত্যের উজ্জ্বল আলোকে কতখানি ফলপ্রুস হয়েছেন ওয়ালামায়ে হকরাই এটার বিচার করবেন। আমারও দোয়া রইল রাব্বেক্বাদির জাল্লাশানহু খতিবে মিল্লাত, পীরে তরিকত মুফতী হজরত মৌলানা ক্বারী মহঃ শাকিল আহ্মদ আসবিকে মৌখিক জবান এবং কলমের শক্তি দেন কওমের হেদায়ত যেন করতে পারেন। মাসলাকে আলা হযরতের খিদমতের আঞ্জাম দিতে পারেন আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন বাজাহে হাবীবেহি সাইয়েদুল মুরসালীন আলাইহিল তাহিয়্যাতো ওয়া তাসলীম। মহঃ আবুল কালাম আহ্সানুল ক্বাদরী শিক্ষক দারুল উলুম জিয়াউল ইসলাম টিকিয়াপাড়া হাওড়া, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

পবিত্র কোরআনের উজ্জ্বল আলোকে ইলমে গায়েবের প্রমাণ

মহান স্রষ্ঠা রাব তায়ালা স্বীয় হাবীব নবী মোকার্রাম নুরে মোজাস্সাম সাইয়েদেনা ওয়া মৌলানা মহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির উর্দ্ধে সমস্ত রকমের জ্ঞান সর্বত্র হাযির নাজির, সমস্তউপস্থিত ও অদৃশ্য জ্ঞান দান করেছেন। এই কথাটাও প্রকাশ হয়ে যাক যে, মহান আল্লাহ পাকের ইল্ম ও জুমলা কামালত জাতী। হুজুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইলম জুমলা কামালত আতায়ি (অর্থাৎ দান করা হয়েছে)।

আল্লাহ পাকের এই সব কিছু ক্বাদিম।

হুযুর পাকের এই সব কিছু হাদিস।

আল্লাহপাকের এই সব কিছু সৃষ্টির বাইরে।

হুযুরপাকের এই সবকিছু সৃষ্টির মধ্যে।

এতগুলো কারণ পার্থক্য হওয়া সত্যেও মসলাকে মতভেদ সৃষ্টি করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত। যাহা রেসালতের জামানায় (হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ইসলাম প্রচারে মগ্ন ছিলেন) কাফেরদের এই আকীদা ছিল। যিনি নবী হবেন তিনি অবশ্যই

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইলমে গায়েবের অধীকারি হবেন। এটা কেহই অস্বীকার করতে পারবে না মহান রব তায়ালা সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কে জান্নাতি কে দোজখী হবে সমস্ত কিছু হুজুর পাকের হাতের তালুর মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন।

এরশাদে রাব্বী হচ্ছে সূরা اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ রহমান প্রথম আয়াত। "আর রাহমান আল্লামাল কোরআন" অর্থাৎ এই আয়াতে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ পাক সুবহানাহু তায়ালা স্বয়ং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কোরআন পাকের শিক্ষা দিয়েছেন এবং কোরআন পাকে সমস্ত সৃষ্টির আদি অন্ত বর্ণনা করা আছে। আবার এরশাদ করছেন

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

ওয়া নায্জালনা আলাইকাল কিতাবা তিবইয়ানাল লিকুল্লি শাইয়িন। অথাৎ- সমস্ত জিনিসের বর্ণনা করার ক্ষমতা এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিবৃতি প্রদান করার ক্ষমতা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহপাক দিয়েছেন। ইলমে গায়েব সম্পর্কে কোরান ও হাদীসের মধ্যে প্রচুর প্রমাণ দলীল সহ বিদ্যমান। দেখার পর অস্বিকার করার কোন ক্ষমতা থাকবে না। প্রথমেই পবিত্র কোরাণ পাকের উজ্জ্বল আলোকে প্রমান করার চেষ্টা করেছি আবার হাদীস পাকের আলোকে প্রমাণ করব ইনশাআল্লাহ তায়ালা।

প্রথম প্রমাণঃ খালাকাল ইনশানা আল্লামাহুল বায়ান।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

এই তফসীরের নির্ভেজাল নির্ভূল (কোনো সন্দেহ নেই) বক্তব্য হল এই যে আল্লাহ তায়ালা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পয়দা করেই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান এমনকি মাকান ও মাইয়াকুনের (অর্থাৎ যা হয়েছে এবং যা হবে) সমূদয় জ্ঞান বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সমস্ত অবহিত করেছেন। অথচ আহলে সুন্নত দলের বিরোধীরা নিজেকে বিরাট শিক্ষিত মনে করে কোথায় কোথায় শিরক বেদাতের ফতুয়া দিয়ে নিজেরাই গুমরাহির মধ্যে ডুবে আছে। আল্লাহতায়ালা হুজুরকে জ্ঞান আতা (দান) করেছেন। খালাকাল ইনশানা বলেছেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামকে

আল্লামাহুল বায়ান অর্থাৎ মাকান ওয়া মাইয়াকুন সমস্ত জ্ঞান দিয়েছেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা বিশ্বের শিক্ষক-ছাত্র নন। আল্লাহ পাক হুজুর পাককে যা দান করেছেন তাহা অন্য কেউ পায় নাই। সমস্ত বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারের চাবি কাঠি তার হাতে এই সত্যটা ওয়াহাবি দেওবন্দিরা মানে না, মানতে চায় না আল্লাহপাক তাদেরকে হেদায়ত করুন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى ـ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

দ্বিতীয় প্রমাণঃ- আলেমুল গাইবে ফালা ইউজহেরু আলা গাইবেহী আহাদিন ইল্লা মানিরতাদা মির রাসুলীন।

অর্থঃ খোদা ইলমে গায়েব এবং তার গায়েব কাউকে প্রকাশ বা প্রদত্ত করেন না। কিন্তু নিজের পছন্দনীয় রাসুলকে স্বীয় ইলমে গায়েব দান করেন। (কানজুল ঈমান) অর্থাৎ ব্যাখ্যায় এটাই পাওয়া যাচ্ছে যে আল্লাহপাক, স্বীয় গায়েবের তথ্য কাউকে প্রদান করেন না কিন্তু তার পছন্দনীয় রাসূল ব্যাতি রেকে। যার উপর রাজি হয়েছেন রাসুলদের মধ্যে তাকেই প্রদান করেছেন। ব্যাখ্যাকারীগণ বলছেন لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدٍ "লা ইউজহেরু আলা গাইবেহী আহাদিন" এই অর্থে আল্লাতায়ালা কাউকে ইলমে গায়েব প্রকাশ করেন নাই। কারণ, প্রকাশ্য গায়েব তো আউলিয়ায়ে কেরাম দ্বারা প্রকাশ পায়। নবী রাসুল মারফত আমাদের উপরেও হতে পারত। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ পাক বলছেন তার নিজস্ব গায়েব নির্দিষ্ট করে কাউকে প্রদান করেন না, কিন্তু তার পছন্দনীয় রাসুলকে এই মর্যাদা অতী মহান সম্মান জনক হিসাবে প্রদান করেছেন। কেমন মর্যাদা ও সম্মান আম্বিয়া আলাইহেমুস সালাতো ও সালামকে দিয়েছেন কোরআন পাক থেকে তার প্রমান পাওয়া যায়। তফসীর রুহুল বয়ান (৪র্থ খন্ড ৪৯৬ পৃষ্ঠা)। উক্ত আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে যে

قال ابن الشيخ انه تعالى لا يطلع على الغيب الذى يختص به علمه الا المرتضى الذى يكون رسولا وما لا يختص به يطلع عليه غير الرسول

ইবনে শায়েখ বলেছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালা নিজস্ব গায়েব যার সঙ্গে নির্দিষ্ট একটা সম্পর্ক রয়েছে সেই পছন্দনীয় রাসুল ব্যতিত কাউকে দেন নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

قَوْلُهٗ تَعَالٰى۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

তৃতীয় প্রমানঃ- মহান আল্লাহ পাকের এটা মর্তবা নয় যে, ইলমে গায়েব সাধারণ লোকের মাঝে প্রকাশ করে দেয় কিন্তু আল্লাহ পাক নির্বাচন করে নেয় রাসুলদের মাঝে যাকে চান তাকেই প্রদান করেন।

চতুর্থ প্রমানঃ- وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ "ওমা হুয়া আলালগাইবে বিদানিন"। অর্থ এবং এই নবী পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম গায়েবের খবর বলে দিতে কোন কার্পন্য বা বখিলি করেন না। দলীল বা প্রমান উত্থাপন করতে হলে আমাদের কাছে প্রমান হল এই ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ পাক কোরআন পাকে আয়াত উদ্ধৃত করেছেন এবং হুযুরপাক নিজেই তাছাড়া কোরান পাকে প্রত্যেক অবস্থায় প্রমান বিদ্যমান। আল্লাহপাকের এরশাদ হচ্ছে এই নবী গায়েবের খবর দিতে বখিলি করেন না কুণ্ঠিত বোধ করেন না, কার্পন্য করেন না। যখনই দরকার হয়েছে হুযুর পাক গায়েবের খবর লোকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে মোল্লা আলী ক্বারী মিরকাতে বর্ণনা করেছেন মানুষ দুই প্রকার।

১। ঐ ব্যক্তি বা ঐ জ্ঞানী লোক যিনি গায়েবকে স্বাক্ষী হিসাবে জানেন বা মানেন এরা হল আম্বিয়া কেরাম।

২। যার কাছে শুধু মাত্র স্বল্প জ্ঞান। প্রায়স এই ধরনের সৃষ্টি হয় যার ফলে একজন বলে দিবার লোক প্রয়োজন হয়। অথচ তাকে বলে দিবার কেউ থাকে না। কিন্তু নবীদের সেই কাজের জন্য পাঠান হয়।

পঞ্চম প্রমানঃ- قَوْلُهٗ تَعَالٰى۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا "ওয়া আল্লামাকা মালাম তাকুন তা'আলাম ওয়াকানা ফদলুললাহে আলাইকা আযিমা"।

অর্থঃ- এবং আমরা শিক্ষা দিয়েছি আপনাকে আপনার অজানা বিষয় এবং আপনার উপর আল্লাহ পাকের বড়ো মর্যাদা আছে।

তফসীর জালালাইনে আছে এখানে তালিম (শিক্ষার) অর্থ হচ্ছে নিয়ম প্রনালী এবং ইলমে গায়েব আল্লাহপাক আপনার উপর মহান ঐশিগ্রন্থ জ্ঞান বিজ্ঞান দান করেছেন। এবং এই সব ব্যা পারে সমস্ত রহস্য পরিরজ্ঞাত এবং গোপন ভান্ডার বিষয়ে অবগত করিয়েছেন।

তফসীর কবিরে আছেঃ- اَيْ عُلُوْمُ عَوَاقِبُ الْخَلْقِ وَعِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ

অর্থঃ সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান রাশি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে এবং ঘটবে তৎসমূদয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তফসীর আরায়েসুল বায়ানঃ-

مِنْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ وَاُمُوْرِ الدِّيْنِ وَقِيْلَ عَلَّمَكَ بِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقِيْلَ مَعْنَاهُ عَلَّمَكَ مِنْ خُفِيَّاتِ الْاُمُوْرِ وَالطَّلَعَكَ عَلٰى ضَمَائِرِ الْقُلُوْبِ وَعَلَّمَكَ بِنْ اَحْوَالِ الْمُنَافِقِيْنَ وَكَيْدِهِمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

অর্থাৎঃ শরিয়তের সমস্ত আহ্কাম এবং দ্বীনের সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা আর একটি অর্থ ইলমে গায়েব যা আপনি যানতেন না তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর একটি অর্থ এই আপনাকে গোপন রহস্যা বলি ও অন্তরের মধ্যে এমন বিশুদ্ধতা দান করা হয়েছে আপনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন। মোনাফেকদের কপটতা চালবাজি সব কর্মকান্ড এই সবকিছু আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ পাকের বড়ো মর্যাদা আপনার উপর রয়েছে।

তফসীর খাজেনঃ- মোল্লা আলী ক্বারী এই আয়াতের ব্যাপারে জানাচ্ছেন।

مِنْ تَفَاصِيْلِ الشَّرِيْعَةِ وَاٰدَابِ الطَّرِيْقَةِ وَاَحْوَالِ الْحَقِيْقَةِ

শরিয়তের সমস্ত আহ্কাম কার্য্যাবলী, ত্বরিকতের আদব, হকিকতের সমস্ত ব্যাপারে পুংখানু পংখুভাবে অবগত করানো হয়েছে। এবারে আমি পবিত্র হাদীস পাকের আলোকে প্রমান করব ইলমে গায়েবের ঘটনা বলি ইনশাআল্লাহ।

হাদীসের উজ্জ্বল আলোকে ইলমে গায়েবের প্রমান।

اَلْغَيْبُ هُوَ الَّذِيْ يَكُوْنُ غَائِبًا عَنِ الْحَاسَةِ

ইলমে গায়েব ঐ কথা জানার জন্য বোঝায় বান্দা নিজের জ্ঞান দ্বারা নিজের বিবেক বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে অক্ষম।

প্রথম প্রমানঃ- হাদীস

عن عمر قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذالك من حفظه ونسيه من نسيه

(বোখারী শরিফ মেশকাত শরিফ পৃষ্ঠা ৫০৬ খন্ড ৬ মতবুয়া মুজতাবায়ি)। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহু বিবৃতি প্রদান করে যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের মজলিশে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির শুরু থেকে সমস্ত মানব মন্ডলীর বেহেস্ত এবং দোজখবাসী কে হবে কে কোথায় অবস্থান করবে সমস্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্ত করেন। সুবহানাল্লাহ! আমাদের আকা সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুধু জান্নাতী ও দোজখীদের খবর দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই, বরং কে কোথায় অবস্থান করবেন, কে কোথায় প্রবেশ করবে তারও সঠিক বিবৃতি প্রদান করেছেন বোঝা গেল হুজুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লামের জ্ঞান শুধু এই দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পরকালের জ্ঞান সম্পর্কেও সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল।

দ্বিতীয় প্রমানঃ-

عن عمر بن الاخطب الانصاری قال صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما الفجر وصعد علی المنبر فخطبنا حتی حضرت الظهر فنزل فصلے ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلے ثم صعد المنبر حتے غربت الشمس فاخبرنا بما هو کائن الی یوم القیمة قال فاعلمنا احفظنا (رواه مسلم)

(ازمشکوة شریف صفحه ۵۴۳ سطر ۱۰ باب المعجزات)

অর্থঃ- হযরত ওমর বিন খাত্তাব আনসারি বর্ণনা প্রদান করেন একদিন রাসুলুল্লাহো সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়ালেন, মিম্বারের উপর উপবেশন করে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করলেন, জোহরের সময় হয়ে গেল, মেম্বার থেকে অবতরণ করলেন জোহরের নামাজ পড়ালেন, পুণরায় মেম্বারের উপর উপবেশন করলেন আমাদের উদ্দেশ্যে আবারও খোতবা প্রদান করলেন। এভাবে আসরের সময় হল, আবার মেম্বার থেকে নেমে আসরের নামাজ পড়ালেন আবার মেম্বারের উপর বসে আমাদের উদ্দেষ্যে খোতবা (ওয়াজ) করলেন। এভাবে সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে অস্ত হয়ে গেল সমস্ত দিন বক্তব্য প্রদান করলেন। আমাদেরকে খবর দিলেন কিয়ামত পর্যন্ত কী কী সংঘঠিত হবে।

সুবহানাল্লাহ! উপরোক্ত হাদীস থেকে এটাই প্রমাণ হল হুজুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত কী কী হবে সব খবরা খবর বলে দিলেন। অর্থাৎ সমস্ত ভালো মন্দ ঘটনাবলী এবং তাদের ফলাফল কী হবে বিস্তারিত বর্ণনা বক্তব্য করে দিলেন।

ঐ দিনটিকে যিকরে তাইয়্যেবা বলে অবহিত করা হয় (মুসলিম শরিফ-মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ৫৪৩ খন্ড ১০ অধ্যায় মোজেজা)।

হাদীস নং- ৩

عن ثوبان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله زوی الارض فرائت مشارقها مغاربها انتهی بقدر الحاجة -

مشکوة شریف صفحه ۵۱۲ سطر ۳ باب فضائل سید المرسلین صلی الله علیه وسلم

(মেশকাত শরিফ পাতা ৫১২ খন্ড ২ অধ্যায়) সাইয়েদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

অর্থঃ- বর্ণনায় পাওয়া যায় "সৌবানকে" নবী পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, সমগ্র ভূখন্ডকে পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত যাহা কিছু আছে আমি হাতের তালুর মুষ্টির মধ্যে সব দেখতে পাই। (মজাহেরুল হক পাতা নং- ৫০৩ খন্ড ১৭)। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহতায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হাতের মুষ্টির মধ্যে এই বিশ্ব ভূখন্ডকে যদি দেখাতে পারেন পৃথিবীর এমন কোন পর্দা নেই যা হুজুরে কাছে অদৃশ্য বা গোপন থাকতে পারে। এতো আল্লাহপাকের অশেষ দান আল্লাহ পাক যাকে চান তাকে ইলমে গায়েব দিয়ে মালামাল করে দেন।

হাদীস নং- ৪

عن عبد الرحمن بن عائش قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رائت عزوجل فی احسن صورة قال فیم یختصم الملاء الاعلی قلت انت اعلم قال فوضع کفهٗ بین کتفی فوجدت بروها بین ثری فعلمت مافی السموات والارض وتلا وکذلک نری ابراهیم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین (مشکوة شریف صفحه ۶۹ سطر ۲۷ باب المساجد)

(মেশকাত শরিফ পৃষ্ঠা নং- ৬৯ খন্ড ২৭ অধ্যায় বাবুল মসজীদ)

অর্থঃ আব্দুর রহমান বিন আয়েশ থেকে বর্ণনা হুজুর পাইগম্বরে খোদা সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার "রবকে" খুব ভালোভাবে অবলোকন করেছি। আবার বলেন, আমার রব জাল্লা জালালহু স্বীয় রহমতের হাত বক্ষস্থলের মাঝখানে রাখলেন যার ফলে এর ফল স্বরুপ আমি আমার দুই ছাতির মধ্যে ফয়েজ লাভ করলাম। বাস আমি আসমান ও জমিনে যাহা আছে এর সমগ্র জ্ঞান লাভ করলাম হুজুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তেলাওৎ (পাঠ) করলেন وکذالک الایته এই রকমেই দেখিয়েছিলাম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে। যিনি আসমান জমিনের মালিক যেন বিশ্বাসিদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর প্রসংসা উক্ত হাদীসের দ্বারা জলন্ত সূর্য্যের ন্যায় পরিস্কার হয়েগেল- আমাদের আকা সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর প্রতিটি জিনিসের জ্ঞান রহমত স্বরূপ লাভ হয়েছে।

হাদীস নং- ৫ তফসীরে ঈমাম তিবরী এবং দুররে মানসুরের মধ্যে রেওয়ায়াত আছে আবুবক্কর বিন আবি শোয়েবা যিনি শিক্ষক (ওস্তাদ) ঈমাম বোখারী ও মুসলিম

انه قال في قوله تعالی ولئن سألتهم لیقولن انما کنا نخوض ونلعب قال رجل من المنافقین یحدثنا محمد ان ناقه فلان بواد کذا وکذا ومایدریه بالغیب

pdf By Syed Mostafa Sakib

উনি বলেছেন "আল্লাহর নিয়ম হল" ولئن سألتهم এর তফসীরে মোনাফিকদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলছে যে "মোহাম্মদ" সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে বলছেন যে, ফলানার উঁটনি অমুক জঙ্গলে আছে-ও কী করে গায়েবের খবর জানে? অর্থাৎ কার উঁটনি হারিয়ে গেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন অমুক জঙ্গলে আছে-এক মোনাফেক হুজুরের নাম উল্লেখ করে বলল- ও গায়েব কী জানে? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আজ্জা ও জাল্লা এই আয়াত নাযেল করেন। ওদেরকে বলে দিন আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের এবং আয়াতের ঠাট্টা বিদ্রুপ করছ? বাহানা বাজী করিওনা তোমরা কাফের হয়েগেছ ইমান আনার পরেও। ২২ পারার মধ্যে দেখুন এই আয়াত কি ধরনের বিপদ, হবে মোখালেফিনদের। উপহাস কারীদের বিদ্রুপকারীদের।

এতদিনের কথা কীভাবে বলা যায় অতএব খুব ধিয়ান দিয়ে চিন্তা করুন এটা হুজুর

হাদীস নং- ৬ لقد تركنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه الا ذكر لنا منه علما

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের সম্মুখে বিস্তারিত ভাবে বলেছেন যে, এমন কোন পাখি নেই যে, নিজের পাখনা নাড়ায় হেলাদোলা করে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এটাও বর্ণনা শুনিয়েছেন এবার মত বিরোধীদের হুঁশ হয়ে যাবে। কীভাবে হযরত সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর ব্যাপারে কীভাবে বর্ণনা দিয়েছেন উপরের হাদীস পাকে ব্যক্ত হয়েগেছে যে, একদিনে হুযুর পাক কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ প্রদান করেছেন। একথা অবশ্যই তাজ্জব মনে হবে একদিনের সময় এতদিনের কথা কি ভাবে বলা যায়?

এতএব খুব ধ্যান দিয়ে চিন্তা করুন এটা হুযুর পাকের মোজেযা বৈ কিছুই নয়। মাত্র একদিনেই এতদিনের ঘটনা বর্ণনা করা অসম্ভবকে সম্ভব করা এটা মহান আল্লাহ পাকের কুদরতি দান হুজুর পাকের প্রতি। উমদাতুল কারী শরহে বোখারী শরিফ ৭ম খন্ড পাতা নং- ২১৪ এর মধ্যে নিম্ন লিখিত হাদীস পাক বিদ্যমান)

فيه دلالة على انه اخبر في المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات من ابتدائها الى انتهائها وفي ايراد ذالك كله في مجلس واحد امر عظيم من خوارق العادة كيف وقد اعطى مع ذالك جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ এই হাদীসে প্রমান আছে যে, হুযুর সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম একই মজলিশে বা বৈঠকে বসে বিশ্ব মাখলুকের (সৃষ্টির) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার ঘবর দিয়েছেন-একই মজলিশে সমস্ত বয়ান বিবৃতি প্রদান করা একটা বিরাট মজেজা। হবেই না বা কেন হুজুরকে হক তায়ালা তো جوامع الكلم عطا

জোয়ামেয়ুল কালাম দান করেছেন।

مشكوة المصابيح باب بداء ے الخلق وذكر الانبياء عليهم السلام صفحه ٥٠٨

প্রমানঃ মেশকাতুল মাসাবিহ বেদাইল খালক্ এবং যিকরুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম পাতা নং- ৫০৮

ইলমে গায়েব সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনাবলী

১। ইসলামের বিজয় সম্পর্কে আগাম খবরঃ শুরুতেই ইসলাম প্রচারের ব্যপারে যে বাধা বিপত্তি ছিল- সে বাধার প্রাচীর দুর্ভেদ করা অসম্ভব ছিল। কেউ ভাবতেও পারেনী বা এই চিন্তা মাথার মধ্যে আসেনি চোখের পলকে মহুর্ত মধ্যে কায়েস কেসরার হুকুমতের তখতা উল্টিয়ে দিতে স্বক্ষম হবে। গায়েবের সংবাদ দাতা নবী পাক পুরাপুরী বিশ্বাসের সঙ্গে এই খবর জানালেন। হে মুসলমানগণ! অতি অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা কুসতুন তুনিয়ার উপর বিজয় লাভ করবে। কায়েশ কেসরার চাবি তোমাদের হাতে চলে আসবে। মিশরের বুকে ইসলামী হুকুমতের ঝান্ডা উড়বে। তোমাদের এবং তুর্কীদের মধ্যে যুদ্ধ হবে-যাদের চক্ষু হবে ক্ষুদ্র এবং চেহারা হবে চওড়া এবং ঐ যুদ্ধে মহাবিজয় লাভ হবে (বোখারী শরিফ প্রথম খন্ড পাতা নং- ৫১৩ অধ্যায় বাবে আলামতে নবুওয়াত)।

ইতিহাস স্বাক্ষীসত্য গায়েবের সংবাদ দাতা নবী পাক রসাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর বলা কথাগুলি সব অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পেয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। কায়সার ও কেসরার ধ্বংসঃ- যখন কায়সার ও কেসরার হুকুমত শান শাওকাতের সঙ্গে এককভাবে দেমাগের সঙ্গে চলছিল তখন কি তারা আদৌ ভাবতে পেরেছিল তাদের এই সুদীন চিরদিন চলবে না। কিন্তু গায়েবের সংবাদ দাতা নবী সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই খবর শুনিয়ে ছিলেন।

إِذَاهَلَكَ كِسْرٰى فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهُ وَإِذَاهَلَكَ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

(বোখারি শরিফ প্রথমখন্ড পৃষ্ঠ নং- ৫১১ অধ্যায় আলামতে নবুওত)। অর্থাৎ যখন কেসরা ধ্বংস হবে তার পর পূনরায় আর কোন কেসরা হবে না আবার যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে পূণরায় আর কোন কায়সার হবে না। এবং আবশ্য অবশ্যই এই দুইজনের সম্পত্তি আল্লাহতায়ালার রাস্তায় মুসলমানদের হাত দিয়ে খরচ হবে। দুনিয়ার সমস্ত ইতিহাস এই ব্যপারে স্বাক্ষী আছে হযরত আমিরুল মুমেনিন উমর ফারুক রাদিয়াল্লায় তায়ালা আনহুর খেলাফতের জামানায় কেসরা ও কায়সারের ধ্বংসের পর পারস্যের সালতানাতের (বাদশাহির) তাজ তাদের ভাগ্যে জুটে নাই। রোমের বাদশাহীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। কারণ এই গায়েবের খবর দাতা স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর তরফ থেকে ওহি মারফত এই সংবাদ প্রদান করেন। কাজেই এটা ঘটবেই স্বতঃসিদ্ধ কথা লোম বরাবর কম হবে না। তাই তো এই ঘটনার স্বাক্ষী ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে।

৩। "হিন্দুস্থানে মোজাহিদ"ঃ- হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রবেশের সু-সংবাদ প্রদান করেন। তিনি ঘটনা প্রবাহকে এইভাবে ব্যক্ত করেন। আমার উম্মতের দুইটি দল এমন আছে আল্লাহতায়ালা এদেরকে (দুইটি দলকে) জাহান্নাম থেকে আজাদ (মুক্তি) দিয়েছেন একটি দল হল যারা হিন্দুস্থানের বুকে যুদ্ধ (জেহাদ করবে) আর একদল হল যারা হজরত ইশা বিন মরিয়ম আলাইহিমুস সালামের সঙ্গে সাথী হবেন। হজরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায় বলতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের হিন্দুস্থানের যুদ্ধ করার জন্য ওয়াদা করিয়েছিলেন। আমি যদি ঐ জামানা পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে ইসলামের রাস্তায় নিজের জান মাল কুরবানী করে দিব। আর যদি আমি ঐ যুদ্ধে শহিদ হয়ে যাই তাহলে

সর্বত্তোম শহিদ ভাবব। আবার যদি জিন্দা (জিবীত) হয়ে ঘুরে আসি তাহলে দোজখ থেকে মুক্তি প্রাপ্ত আবু হোরাইরা হব। প্রমান (নেসাই ২য় খন্ড পাতা নং-৬৩ অধ্যায় হিন্দুস্থানের যুদ্ধ) ঈমাম নেশাই ৩০২ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত হোন। উনি উনার রচিত "সুলতান মাহামুদ গজনবীর হিন্দুস্থান আক্রমন" পুস্তকে (৩৯২ হিজরীতে) প্রায় একশত বৎসর পূর্বে লিখে গেছেন। দুনিয়ার সমস্ত লোক স্বাক্ষী আছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহে ওয়া সাল্লাম শত শত বৎসর পূর্বে হিন্দুস্থান আক্রমন সম্বন্ধে যে গায়েবের সংবাদ দিয়েছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। মহাম্মাদ বিন কাশিম সিন্ধু মাকরান নামক জায়গায় যুদ্ধ করেছিলেন। মহঃ গজনবী এবং সাহাবুদ্দিন ঘোরী হিন্দুস্থানে সোমনাথ ও আজমিরে যুদ্ধ করে এবং আরো অন্যান্য যুদ্ধ করে এই দেশের ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে ছিলেন। এমনকি হিন্দুস্থানের নাগাল্যান্ড পাহাড়ের চূড়া থেকে হিন্দু কুশ পর্যন্ত কন্যা কুমারি থেকে হিমালয়ের চূড়া পর্যন্ত ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়ে ছিলেন। যখন ইসলাম হেজাজের জমিনে সম্পূর্ণ পৌছায় নাই তখন গায়েবের সংবাদ দাতা নবী পাক এই খবর পেশ করেন যাহা পরবর্তীকালে প্রতি ইঞ্চি, ইঞ্চি পরিমান বাস্তবে প্রকাশ পেয়েছে কে এমন আছে যে গায়েবের সংবাদ দাতা নবী পাকের দরবারে এইভাবে নাজরানা আক্বীদাত পেশ করবে না?

ছন্দ

সারে আরশ পার হায় তেরি গুজার,
দিলে ফারশ পার হায় তেরি নজর।
মালকুত ও মালাক মে কোই শায়ে,
ওহ নেহি যো তুঝপে আয়া নেহি।।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪। <u>হেজাজের বুকে আগ্নি নির্গত হবেঃ-</u> হযরত আবু হোরাইর রাদিয়াল্লাহ তায়াল আনহুর বর্ণনা। হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরসাদ করেছেন যে কেয়ামত ঐ পর্যন্ত হবে না যতক্ষন পর্যন্ত হেজাজের সরজমিনে এমন আগুন না বের হবে যে আগুনের উজ্জ্বল আলোকে বসরার উঁটের ঘাড় দেখা যাবে। (মুসলীম শরিফ জিলদ নং- ২ পাতা নং- ৩৯৩ অধ্যায় কিতাবুল ফিতান) ৬৫৪ হিজরীতে এই গায়েবের কথা প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু এই হাদিসের বিস্তৃত ব্যখ্যায় ইমাম নববি বলেন, এ আগুন আমাদের জামানায় ৬৫৪ হিজরীতে মদিনার মধ্যে প্রকাশ হয়। এই আগুনের ঝলক এত বিশাল ছিল যে, মদিনার পূর্ব দিকে শুরু করে "হোর্‌রা" নামক পাহাড় পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এই আগুনের দৃশ্য সামদেশ এবং সমস্ত শহর বাসিদের নজরে আসে। এ ব্যাপারে আমাকে যিনি অবগত করান তিনি তখনও মদিনায় জীবিত ছিলেন। (শরহে মুসলীম নববি ২য় খন্ড পাতা নং- ৩৯২ অধ্যায় কিতাবুল ফিতান) সুবহানআল্লাহ! উক্ত ঘটনায় দিবালকের ন্যায় পরিস্কার হয়েগেল হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম গায়েবের খবর ব্যাপারে চক্ষুস্মান। আর হবেই না বা কেন যিনি নবী হবেন তিনি অবশ্যই গায়েবের খবর দাতা হবেন।

৫। <u>"বিবাদ বিসমবাদের" খবরঃ-</u> হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামন সাহেবী রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন-খোদার কসম আমি জানতাম না আমার সাথি ভূলে যাবে, যেনেও না জানার ভান করবে। দুনিয়া ধ্বংস হওয়া অবধি বিবাদকারী, যতবন্দী যার সংখ্যা ৩০০ (তিন শত) হবে তাঁর চেয়ে বেশিও যদি হয় এই সমস্ত ফেৎনা ফাসাদ কারীদের নাম, তাদের পিতার নাম, তাদের গোত্রের নাম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছেন (আবু দাউদ ২য় খন্ড, পাতা নং- ২৩১ অধ্যায় কিতাবুল ফিতান) এই হাদীস পাক পরিস্কার প্রমান হয়ে যাচ্ছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত জন্ম হওয়া যত গুমরাহ ও ফেৎনা সৃষ্টিকারী আর অন্যান্য বিবাদকারীদের লক্ষ লক্ষ সরদার, দলপতি, তাদের পিতার নাম সহ হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবিদেরকে অবগত করান (জানিয়ে দেন) প্রকাশ থাকে যে এটাও একটি ইলমে গায়েব অর্থাৎ গায়েবের সংবাদ।

৬। <u>"খয়বরের" বিজয়লাভ কার দ্বারা হবেঃ-</u> খয়বরের যুদ্ধ চলাকালীন একদিন গায়েবের সংবাদ পরিবেশনকারী নবী পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আগামিকাল এমনই একজন ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা তুলে দিব যে আল্লাহ ও তার রসুলকে মহব্বত করে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল তাকে ভলোবাসে। তার হাতে খয়বর বিজয় লাভ করবে এই সংবাদ শ্রবন করে যুদ্ধের সমস্ত মুজাহিদগণ অধির আগ্রহে, নিশি জেগে প্রহর গুনতে লাগল- কে সেই ভাগ্যবান বন্দা? কে সেই খুশনসীব ওয়ালা? যার মস্তকে এই শহিদের সাহারা বাঁধা আছে? সকাল বেলায় সবাই বারগাহে রেসালতে (নবী পাকের কাছে) হাজির (উপস্থিৎ) হলেন। এই আকঙ্খা নিয়ে হয়তো বা তার ভাগ্যে জুটবে এই সৌভাগ্যের মুকুট, প্রত্যেকে আওয়াজ শুনার জন্য কান খাড়া করে আছেন। শাহানশাহে মদিনা ডাক ছাড়লেন, আলী বিন আবি তালেব কোথায়? উপস্থিত লোকেরা বললেন ইয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম, উনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। হুকুম হল সংবাদ বাহক পাঠিয়ে উনাকে ডাকাও। যখন হজরত আলী রাদিয়াল্লাহ তা'লা আনহু দরবারে নবী পাকে হাজীর হলেন, তখন হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার চোখে পবিত্র থুতু লাগিয়ে দোয়া করলেন ফলে রোগ সেরে গেল। অবস্থা এমন হল যে মনে হল ইতি পূর্বে কোন দিনেই চোখের ব্যারাম হয় নাই। হযরত আলি রাদিয়াল্লাহ তায়ালার হাতে যুদ্ধের ঝান্ডা তুলে দিলেন এবং ঐ দিনই খয়বরের জমিন তাঁর হাতে চলে আসে। (বোখারী শরিফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং- ৬০৫ অধ্যায় খয়বর বিজয়) উক্ত হাদীসে প্রমান হচ্ছে যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম মাত্র (১) একদিন পূর্বেই বলেই দিলেন খইবর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহো আনহোর হাতে বিজয় লাভ করবে। আগামী কাল কে কি করবে এই বিষয়ের উপর মন্তব্য করাই হল ইলমে গায়েব-যা আল্লাহ পাক হুযুর পাককে দান করেছেন। উল্লেখিত ঘটনাটি হাজারো ঘটনার মধ্যে একটি যার মধ্যে হুযুরপাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইলমে গায়েবের খবর দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই ধরনের হাজরো ঘটনাবলি শিয়াসত্তার হাদিস ছাড়াও আরো অনেক কেতাবের মধ্যে (হাদিসের কিতাব) নক্ষত্রের ন্যায় জ্বল জ্বল করছে। উম্মতদের কানে কানে শুর ভেসে আসছে, আবাদ থেকে আজাল পর্যন্ত (কবে শুরু হয়েছিল এবং কবে শেষ হবে)। সমস্ত ইলমে গায়েবের খাজানা আল্লাহ রাব্বুল আলেমিন স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মার্যাদা পূর্ণ নবুওত

pdf By Syed Mostafa Sakib

দানের সাথে সাথে ইলমে গায়েব দান করেছেন। এতএব প্রত্যেক উম্মতকে এই আকিদা পোষন করা একান্ত জরুরী যে, আল্লাহতায়ালা স্বীয় হাবিবের প্রতি গায়েব দান করেছেন। পবিত্র কোরান পাকে গায়েবের খবরের ব্যাপারে মহান শিক্ষার সুগন্ধ আছে যাহা দুনিয়ার আহ্‌লে সুন্নাতের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রমানিত যেমন খোদাওন্দ করিম এরসাদ করেছেন।

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

মহান আল্লাহপাক এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন যা আপনার অবগত ছিল না এবং আপনার উপর আল্লাহর বড় মেহেরবানী।

বিঃ দ্রঃ এই বিষয়ের উপর অরো অধিক জানতে হলে মৎ প্রনিত "ইসাবাতে ইলমে গায়েব" পড়ুন।

৭। "মিসর বিজয়ের সু-সংবাদ"ঃ- হযরত আবুজার রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, তোমরা অতি শিঘ্রই মিশরের উপর বিজয় লাভ করবে। ওটা এমন দেশ তারা মুদ্রাকে "কিরাত" বলেয খন তোমরা বিজয়লাভ করবে তখন সেখানকার লোকদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করবে কারণ তোমাদেরও তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ও সম্বন্ধ আছে। হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের মাতা মিশরের ছিলেন। তাঁর বংশে সমগ্র আরব বাসী। আর যখন দেখবে একটা ইঁট বরাবর যায়গা নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ হবে-তোমরা মিশর থেকে বেরিয়ে আসবে। সত্যি সত্যিই আবুজার রাদিয়াল্লাহো আনহো মিশরে স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন যে, আব্দুর রহমান বিন তারজিল এবং তদীয় ভ্রাতা রাবিয়া একটি ইঁট বরাবর জায়গা নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়েছে। এই দৃশ্য অবলোকন করার পর হযরত আবুজার রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওসিয়ৎ মোতাবেক মিসর ত্যাগ করে চলে আসেন।

(মুসলিম শরিফ, খন্ড ২, পাতা ৩১১)

৮। "ত্রিশ বছর খেলাফৎ আবার বাদশাহী"ঃ- হযরত সাফিনা রাদিয়াল্লাহো আনহু বলছেন যে, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খেলাফৎ থাকবে তার পর শুরু হবে বাদশাহির আমল। এই হাদিস পাক শুনে হযরত শাফিনা রাদিয়াল্লাহো আনহো বলেন তোমরা গুনতি করে নাও- হযরত আবুবক্কর রাদিয়াল্লাহো তায়ালা আনহু দুই বৎসর। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহো তায়ালা

আনহু দশ বৎসর। হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহো তায়ালা আনহু বারো বৎসর। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহো তায়ালা আনহু ছয় বৎসর। এই সব মিলিয়ে ৩০ (ত্রিশ) বৎসর হলো (মেশকাত শরিফ ২য় খন্ড পাতা নং ৪৬৩)

৯। "এক বিবাদের (ফেৎনার) আগাম খবর"- হযরত আনেশ রাদিয়াল্লাহ বর্ণনা করেন যে মদিনায় এব বড়ো আবেদ ও জাহেদ যুবক ছিল। আমি একদিন হুযুরের সামনে ঐ নওজয়ান সম্পর্কে আলোচনা করলাম হুযুর তাকে চিনতে পারলেন না। পূণরায় তার সম্পর্কে তার অবস্থা, চলা ফেরার নিয়ম কানুন বর্ণনা করলাম তবুও হুযুর তাকে চিনলেন না। এমনকি হঠাৎ একদিন ঐ যুবক সামনে চলে এল-যখনই তার উপর নজর পড়ল আমি হুযুরকে বললাম হুযুর এই সেই নওজয়ান। হুযুর তার দিকে দৃকপাত করা মাত্রই বললেন, ওর চেহারার মধ্যে শয়তানি ধোকাতে ভরপুর দেখতে পাচ্ছি। ইতি মধ্যে ঐ ব্যাক্তি হুযুরের সামনে এসে সালাম করল- হুযুর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন কি একথা কি ঠিক নয় তুমি এখনো অন্তরে নিজেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করছ? এখানে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। প্রত্যুত্তরে সে বলল, হ্যাঁ-এর পর সে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করল। হুযুর আওয়াজ দিলেন কে একে হত্য করতে চায়? হযরত আবুবক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহো আনহো জবাব দিলেন আমি-যখন এই আশা নিয়ে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন দেখতে পেলেন ঐ লোক নামায পাঠরত অবস্থায়-তা দেখে ফিরে এসে চিন্তা করলেন মনের মধ্যে এক নামাযিকে কী করে হত্যা করা যায়। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আবার হুযুর আওয়াজ দিলেন কে একে হত্যা করবে? হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহো আনহো বললেন আমি। হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন দেখতে পেলেন ঐ যুবক সেজদার অবস্থায় উনিও হত্যা না করে আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনাহোর পাশে এসে দাঁড়ালেন-পুনরায় হুযুর আওয়াজ দিলেন কে আছ ওকে হত্যা করার জন্য? হযরত আলি রাদিয়াল্লাহো উত্তর করলেন আমি আছি, হুযুর বললেন তুমি অবশ্যই ওকে হত্যা করবে এমনকি তুমি তাকে পেয়েও যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ মসজিদের
মধ্যে প্রবেশ করলেন দেখলেন ঐ ব্যাক্তি ওখান থেকে চলেগেছে হুযুর এরশাদ করলেন যদি তুমি তাঁকে হত্যা করতে পারতে তাহলে আমার উম্মতের মধ্যে এই লোকটাই প্রথম ও শেষ ব্যাক্তি হত ঝগড়া, বিবাদ সৃষ্টিকারী। আমার উম্মতের মধ্যে জীবনে আর কেহ দুইজন বিবাদকারী ও ঝগড়া করার মতো কেউ থাকত না। কথা হল পইগম্বরের মর্যাদা নিয়ে। ভবিষ্যতের গায়েবের সংবাদ পরিবেশনকারী নবীপাক যার কথা কখনো রদ হতে পারে না। পশ্চিমের সূর্য পূর্ব দিকে ডুবতে পারে কিন্তু নবী পাকের কথা কখনো ভূল হতে পারে না। আমি আপনাকে হক তায়ালার কসম দিচ্ছি আপনি অন্বেষণ করুন-শেষ জামানায় যে বিবাদকারী দলের সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন সে দল কারা? কোথায় আছে।

১০। "৭০ হিজরী এবং ছেলের হুকুমত"

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা কারী তিনি বলেছেন হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ৭০ হিজরীর প্রারম্ভে ছেলেদের শাসন আমলের হাত থেকে নিস্কৃতি পারার জন্য দুওয়া কর। (মেশকাত ২য় খন্ড পাতা নং- ৩২৩) এইভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন কোরায়শের মধ্যে কয়েকজন ছেলের হাতে আমার উম্মতের ধ্বংস হবে। হযরত আবু হোরাইয়ারা রাদিয়াল্লাহো আনহো এই হাদীস শুনে বললেন, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে ঐ ছেলের নাম পর্যন্ত বলতে পারি ঐ ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুকের পুত্র অমুক (বুখারী শরিফ ১ম খন্ড পাতা নং- ৫০৯) তারিখ ইসলাম স্বাক্ষী আছে ৭০ হিজরীর প্রারম্ভে কম বয়সের ছেলের শাসন প্রনালী এমন বিবাদ বিসমবাদে ভরা ছিল যা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত খোদার দরবারে দোয়া করা। এই ঘটনার কথা কয়েক বছর পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দেন। যা অবশ্যই গায়েবের খবর ছিল।

১১। "ইয়েমন, শাম, ইরাক বিজয় লাভ"

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কয়েক বৎসর পূর্বেই এই গায়েবের খবর জ্ঞাত করান যে, ইয়েমন, শাম এবং ইরাকের উপর বিজয় লাভ হবে। ইয়েমন বিজয়লাভ হওয়ার পর লোক আপন বাহন হাঁকিয়ে তদীয় আহ্লে আওয়াল ও বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে মদিনা ছেড়ে ইয়েমন দেশে গমন করবে। অথচ তাঁদের জন্য মদিনা ছিল উত্তম। হায় তাঁরা যদি একথা জানত। আবার যখন শামদেশ বিজয় লাভ হবে তখন কিছু লোক নিজের বংশবলীর লোক ও তাদের অধিনস্থ লোকদের নিয়ে আপন আপন যানবহন নিয়ে মদিনা ছেড়ে শাম দেশ চলে আসবে। তাঁদের জন্য মদিনা ছিল সর্বত্তম। হায় তারা যদি একথ জানত। আবার ইরাক বিজয় লাভ হবে-তখন কিছু লোক নিজের বাড়ির লোক এবং যারা তাদের কথা মানত তাদের নিয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবে আপন আপন শাওয়ারী (বাহন) নিয়ে অথচ মদিনা তাদের জন্য ছিল খুব আরাম দায়ক। হায় আপশোস! তাঁরা যদি জানত।

বিঃ দ্রঃ ইয়েমন ৭০ হিজরিতে বিজয় লাভ হয় তারপর শাম ও ইরাক নবী পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কয়েক বৎসর পূর্বেই এখবর জানিয়েদেন। পরবর্তিকালে যাহা অক্ষরে অক্ষরে সম্পন্ন হয়েছিল। (মুসলীম শরিফ ১ম খন্ড পাতা নং- ৪৪৫)

১২। "শয়তানের কারসাজির আগাম খবর"

ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহো আনহু উনি নিজেই বলছেন (ব্যাক্ত করেন) যে একবার হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে সাদকা ফিৎরার টাকা দেখা শুনার দায়িত্ব প্রদান করেন। আমি ওই সব কিছুর দেখা শুনা করিতেছিলাম। একদিন এক ব্যাক্তি মুষ্টি ভরে নিয়ে চলে যাচ্ছিল আমি তাকে ধরে ফেললাম। ও তখন আমাকে বলতে লাগল আমি পরমুখা পেখি অপরাগ খুব দরকার। আমি তাঁকে ছেড়ে দিলাম সকালে হুযুরের দরবারে গিয়ে হাজির হলাম হুযুর পাক বললেন হে আবু হোরাইরা রাত্রে তোমার কয়েদি তোমাকে কী বলেছিল? আমি নিবেদন করলাম হুযুর ওই ব্যাক্তির

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহাজারি কাকুতি মিনতি দেখে আমার দয়া হয়েগেল তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, ও তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে ও আবার আসবে। আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহো আনহু বললেন আমি বুঝে গেলাম অবশ্যই ওই ব্যক্তি আসবে কারণ যেহেতু হুযুর পাক বলেছেন। তাই আমি তার প্রতিক্ষায় ছিলাম। হ্যাঁ ও আসল এসেই দুই হাত ভরে গাল্লা (গম, জব ইত্যাদি) ভরতে লাগল। আমি তাঁকে ধরে ফেললাম। বললাম এবার আমি তোমাকে অবশ্যই রাসুল সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজীর করব। ও বলল আমাকে ছেড়েদিন কারণ আমি মোহতাজ (পর মুখাপেখি) এবং আমার ছেলে পেলে আছে- আর আমি আসব না। তার উপর আমার দয়া হয়েগেল আমি তাঁকে ছেড়ে দিলাম যখন সকাল হল নবীপাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলাম। হুযুর বললেন রাত্রে তোমার কায়েদির খবর কী? আমি নিবেদন করলাম হুযুর তাঁর আবেদন নিবেদন তাঁর পরিবারের দুঃখ জানালো। আমার দয়া হল ছেড়েদিলাম। হুযুর পাক বললেন ও তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে ও কিন্তু আবার আজকে আসবে। তৃতীয় বারের মতো তার প্রতিক্ষায় প্রহর গুনতে লাগলাম। হ্যাঁ ওই ব্যাক্তি আগমন করল-এসেই দুই হাত ভরে গাল্লা ভরতে লাগল আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম-আজ আর নয় চলো আমি তোমাকে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিয়ে যাব, কেন না এটা তোমার তৃতীয়বার আগমন। ও আমাকে বিশ্বাস করতে বলছে আমি আর আসবনা আরও ও বলল আমাকে ছেড়েদিন আমি আপনাকে এমন কালাম বলে দিব যার ফলে আল্লাহ আপনাকে লাভ দিবে। যখন আপনি বিছানায় ঘুমাতে আসবেন আয়াতাল কুরসী পাঠ করে নিবেন সম্পূর্ণটা। আল্লাহর তরফ থেকে আপনার হেফাজত ও রক্ষা হবে-সকাল পর্যন্ত আপনার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। আমি তাকে মুক্তি (ছেড়ে) দিলাম। সকাল বেলা উঠে বারগাহে রেসালতে গমন করে সব বিস্তারিত বললাম হুযুর বললেন ও সত্য কথাই বলেছে

কিন্তু ও নিজে মিথ্যাবাদী। হে আবু হোরায়রা তুমি জান কার সঙ্গে তিনদিন ধরে কথা বলতেছিলে? আমি বললাম না গায়েবের সংবাদ দাতা নবী বললেন ও ছিল শয়তা৪ন।

আল্লাহর প্রসংশা উপরোক্ত হাদীশ দ্বারা এটাই প্রমান হয়েগেল উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় হুযুর যেখানে বার বার বলছেন ও আসবে এবং এটাও পরিচয় করিয়েদিলেন ও তার কেউ আর নয় স্বয়ং শয়তান প্রমান হল হুযুর পাকের মোজেজাও ছিল। (মেশকাত শরিফ পৃষ্ঠা নং- ১৮৫)

"আক্বায়েদ আহলে সুন্নত"

অন্তর যদি হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বতের জায়গা না পায় তাহলে আক্বিদার গড়ায় কুঠার মারা হল। যারা ইসলাম সম্পর্কে কোরাণ ও হাদীশের অর্থ, ব্যাখ্যা আমাদের থেকে ভালো বুঝেন সে সমস্ত সুফি, মোহাদ্দিশ মোফাস্‌সি র ঈমান ও আকায়েদের ব্যাপারে কীভাবে তারা তুলে ধরেছেন লক্ষ্য করুন। ইলমে গায়েব মানা শরিয়তে কোন নতুন বিষয় নয় সম্পূর্ণ নিজস্ব খেয়াল আকীদা মাফিক ধর্তব্য। কে, কীভাবে, কতটুকু ঈমান ও আক্বিদার প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখবে এটা তার ব্যাপার। গায়েবের ব্যাপারে যারা স্বাক্ষী দিয়েছেন তাদের কথা তুলে ধরব।

১। ইলমে গায়েবের ব্যাপারে ইমাম গাজ্জালীর স্বাক্ষী আল্লামা যারকানী শারহে মাওয়াহেব লা দুনিয়ার মধ্যে ইমাম গাজ্জালী থেকে নকল করেছেন নবীকে কিছু এমন মর্য্যাদা দেওয়া ফলে নবী ছাড়া কেউ সেই সম্মান সম্মান প্রাপ্ত হয় না।

انه يعرف حقائق الامور المتعلقه بالله تعالى وصفاته ولملئكته
والدار الاخرته علما مخالفا لعلم وغيره الى الآخر

প্রথম খুশির খবর তো এটাই যে, নবী সমস্ত হকিকত যার সম্পর্ক খোদা পাকের জাত ও শিফাতের, ফেরেস্তা বর্গ শেষ জগত পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে আদি অন্ত অবগত।

এই শক্তি, বিশ্বাস, হক, সত্য জানে ও চিনে, এই দরজার জ্ঞান ও বোধ শক্তি যা

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্য কোন নবীগণকে কাউকে দেওয়া হয় নাই।

২। খুশির সংবাদ এটাই যে, এমন বাতেনী শক্তি পায় ফলে সমগ্র জগতের মাঝে বিচরণ করতে পারে (জ্ঞানের বিচরণ) মোজেজা প্রকাশ পায় আর এটা এমন একটা শক্তি আমরা যেমন ইচ্ছামতো চলাফেরা করতে পারি শুধু আমাদের ইচ্ছা হলেই হল- তদ্রুপ সেই বিদ্যার এমন গায়িবি শক্তি পায় যার ফলে পর্দার অন্তরালের খবর বলে দিতে পারে (মলহাদ)।

৩। কুতুবুল আকতাব সাইয়্যেদি শায়েখ আব্দুল আজিজ দাববাগ এর ঈমান আফরোজ তাসাউফ এ ভরা বিখ্যাত কিতাব (গ্রন্থ) আযিয শরিফে নকল করেছেন।

واقوی فی ذلک روحه صلی اللہ علیه وسلم فانها کم یحجب عنها شئی سفاالحالهر فهی مطلعة علی عرشه وعلوه وسفله ودنیاه آخریة وفاره وجنته لافی جمیع ذالک خلق لا جله صلی اللہ علیه وسلم الی آخر

অর্থাৎ-কাশফের শক্তি মোসাহেদার প্রনালীতে রুহের জগতে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং লতিফ রুহ আমাদের আক্বা ও মৌলা সাইয়াদ কাউনাইন সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আছে। এই জন্যই তো হুযুরের পবিত্র রুহ মোকাদ্দাশের উপর জগতের কোন জিনিসই গোপন ছিল না। আরস, ফরস, উঁচু, নিচু জমিন আসমান, দুনিয়া পরকাল বেহেস্ত দোজখ জান্নাত সৃষ্টির পরিকাঠামো কতজন বেহেস্তবাসী কে কোথায় জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করবে, আসমান সৃষ্টির রহস্য কোথায় ও কীভাবে তৈয়ারী হয়েছে, কবে হল তার পরিনামই বা কী হবে জগতবাসীকে আলোদান করে যে চন্দ্র, তাঁরা নক্ষত্র, লওহ, কলম আলমে বরজক আলমে আরওয়াহ (রুহের জগত) এই সমস্ত ব্যপারে হাল হাকিকত বিস্তারিত পঙ্খানু পঙ্খভাবে হুযুর পাকের জানা ছিল। (আবরেজ শরিফ)।

৪। হযরত শায়েখ আব্দুল খালেক মোহাদ্দেহ দেহেলবীর আক্বীদা মাদারেজুন্নবুওয়াত শরিফের মধ্যে হযরত শায়েখ বর্ণনা করেছেন।

"ہر چہ در دنیا است از زماں آدم تا نفخ اولی بروے ﷺ منکشف ساختنا ہا ہمہ احوال
اوراز اول تا آخر معلوم وگردید و یاران خود را نیز بر بعض ازاں احوال خبر دار۔"

অর্থাৎঃ হযরত আদম আলাইহিস সালামের পবিত্র যুগ থেকে শুরু করে সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে সমস্ত হুযুর পাকের আবগত করানো হয়েছে এমনকি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপার হুযুর পাকে জানা হয়েগেছে। এর মধ্যে কিছু কথার খবর সাহাবাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

৫। হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলবী সাহেবের উক্তি। হিন্দুস্থানের বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহেলবী স্বীয় প্রনিত তফসীর আজিজীর মধ্যে পারা সাইয়াকুল মধ্যে আয়াত وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখছেন।

وباشد رسول شما بر شما گواه زیرا که او مطلع است بنور نبوت بر رتبہ، ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ از دین من رسیده است وحقیقت ایمان او چیست، وحجابے کہ بداں از ترقی محجوب مانده است کدام است۔ پس او نی شناسد گناہاں شمارا ودرجات ایمان شمارا واعمال نیک وبد شمارا واخلاص ونفاق شمارا۔ (تفسیر عزیزی)

ফারসী অর্থঃ- তোমাদের রসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষী হবে। আর উনারস্বাক্ষী এই জন্য কবুল হবে যেহেতু নবুওয়াতে নূরের দ্বারা প্রত্যেক দ্বীন দ্বার মুসলমানদের মরতবা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে কতদুর অগ্রসর, ঈমানের হকিকত কত দূর আর এমন কোন পর্দা আছে যার দ্বারা তার উন্নতি সামনে অগ্রসর হতে পারছে না। হুযুরপাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তোমাদের গুনাহের (পাপের) খবর অবগত তোমাদের ঈমানের দরজা সম্পর্কে ও জ্ঞাত, ভালো মন্দ কাজের ও খবর ওয়াকিফহাল। এটাও জানেন তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি নিজেকে মুসলমান সে অন্তরদিয়ে মুসলমান না মৌখিক মুসলমান না অন্তরের মধ্যে ঘৃনাভরা আছে।

৬। যুগের ঈমাম হযরত আল্লামা কায়েসরীর ঈমান ও আকীদঃ

ولا یغرب عن علمه مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء من حیث مرتبته وان کان یقول انتم اعلم امر دنیاکم من حیث بشریته (فصل الخطاب)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বঙ্গানুবাদঃ- হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনু পরমানু সম বিন্দু বিন্দু হলেও জমিন ও আসমানের কোন জিনিসই লুক্কাইত নয়। এটা উনার (হুযুরের) নবুওয়াতের মর্যাদার প্রকাশ। যদিও তিনি সু-সংবাদ দিয়েছেন সাহাবিদেরকে তোমরা দুনিয়ার অবস্থা নিজেই ভালো জানো।

৬। হযরত কাসতালানী শরহে মোওয়া হেবে লাদুনিয়ার মধ্যে লিখছেনঃ-

لا فرق بين موته وحياته فى مشاهدته لا بته ولعرفته باحوالهم ونيّاتهم وعزائمهم وخعاطراهم وذالك عنده جلى لا خفاء يم

অর্থাৎ নিজের উম্মতের মোশাহেদা, তার চলাফেরা গতিবিধী, নিয়েত খেয়াল দিলের অন্তরের অবস্থান সম্পর্কে ওফাতের পর এবং হায়াতে জিন্দেগীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হায়াতে জিন্দেগীতে হুযুর পাক যেমন উম্মতের সমস্ত খবর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন তদ্রুপ ওফাতের পরেও সর্ব বিষয়ে দিবালকের ন্যায় সমস্ত খবর রাখেন। আলোর প্রতি বিম্ব যেমন উজ্জ্বল তেমনি হুযুরের কাছে কোন পর্দা ছিল না।

৭। ঈমামুল তফসীর সায়েখ আহ্মাদ সাওয়ি তফসিরে সাওয়িতে মসলা ইলমে গায়েবের উপর ওলমায়ে উম্মত গণের রায় নকল করে লিখছেন।

والذى يجب الايمان به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتقل من الدنيا حتى اعلمه الله المغيبات التى تحصل فى الدنيا والاخرة فيو ايعلمها كماهى عين يقين ولكن امى يكتمان البعض (صاوى صفحه ١١١ ج ٢)

(তফসীর সাওয়ি খন্ড ২য় পাতা নং ১১১)

রাসুলুল্লা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের "ইলমে গায়েব" ঐ আক্বীদা যার উপর প্রতি মুসলমানের ঈ মান আনা একান্ত কর্তব্য। বিষয়টা হচ্ছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই অবস্থায় তাসরিফ নিয়ে গেছেন যে, এই সব গায়েব বিশ্বাসের চক্ষু নিয়ে দেখতে পান কিন্তু এই সবের মধ্যে কিছু বিষয় গোপন রাখার হুকুম দেওয়া আছে। হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের গায়েবের ব্যাপারে কোরআন হাদীস, সুফিয়ায়ে কেরাম গণের মন্তব্য ঈমানের আলোকে প্রমানাদী এখানে শেষ করা হল।

"দেওবন্দিদের আক্বীদা"

১। দেওবন্দিদের আক্বীদা হল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইলম-অপেক্ষা শয়তান ও মালেকুল মাওতের ইলম বেশী। অর্থাৎ হুযুর পাকের ইলম কম। মৌলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী এবং মৌলভী খলিল আহমদ আম্বেঠবি (কেতাবের নাম বারহানক্বাতিয়া পৃষ্ঠা নং- ৫৫ দেওবন্দে ছাপা)।

২। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের যে ইলমে গায়েব আছে এতে হুযুর পাকের এমন কি মর্যাদা আহ্মরি ব্যাপার হল? এই ধরনের ইলম তো সাধারণ লোকের এমন কি প্রতিটি বাচ্চা প্রতিটি পাগল এমনকি সমস্ত জন্তু জানোয়ার ও চতুষ্পদ প্রাণীর আছে। দেওবন্দিদেরপেশ ওয়া মৌলভী আশরাফ আলী থানভী স্বীয় কিতাব "হিফজুল ঈমান" ১৫ পাতায় রহিমিয়া দেওবন্দে ছাপা ৭ম খন্ড লিখতেছে তারপর যদি কোন জ্ঞান ইলমে গায়েব বোঝায় এতে হুযুর পাকের এমন কি খুশির খবর হল এধরেনের ইলম তো যায়েদ, অমর সব মজনুন পাগল জন্তু জানোয়ারদেরও আছে।

৩। দেওবন্দীদের আক্বীদা হল গায়েবের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা মৌলভী রশিদ আহ্মদ গাঙ্গোহী স্বীয় ফোতওয়া রশিদিয়ার মধ্যে পাতা ৭ খন্ড ৩ এর মধ্যে লিখছেন।

پس اثبات علم حق تعالی کو شرک صریح ہے

৪। নজদী ও ওয়াহাবিদের লেখক দ্বিতীয় শিক্ষক ইসমাইল দেহেলবীর স্বীয় কেতাব "তাকবিয়াতুল ঈমান" পাতা ১৬ দেওবন্দে ছাপা এর মধ্যে লিখছে

এক্ষনে ১নং থেকে ৪নং পর্যন্ত "দেওবন্দিদের আক্বীদা" প্রসঙ্গে জওয়াব লেখা হল। غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر

১। দেওবন্দিদের আক্বীদা হল শয়তান ও মালেকুল মাওত এর ইলমকে প্রাধান্য দিয়ে হুযুর পাকের ইলমকে বেশী মান্যতা মুশরিক বলে অপবাদ দিয়েছে। ব্যকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাবে তাই জন সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে আপনারা নিজেরাই বিচার করুন হুযুর পাকের ইলমকে শয়তানের ইলম অপেক্ষা কম বলে এ হেন হীন মনা মন্তব্য পৃথিবীর কোন মানুষ স্বীকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

করবে না, বলাতো দুরে থাক ঈমান ধ্বংসকারী দেওবন্দী ওয়াহবিরা এখনো সময় আছে সাবধান হয়ে যাও তৌবা কর।

২। হুযুর পাকের ইলমে গায়েবের ব্যাপারে বলছে এটা এমনকি খুশু সিয়াত কোন এমন আহামোরী ব্যাপার এই রকম জ্ঞানতো সাধারণ প্রতিটি বাচ্চার এবং জন্তু জানোয়ারদের ও আছে চিন্তা করুন কী জঘন্ন মন্তব্য কী জঘন্ন আক্বীদা এরা যদি স্বয়ং ইবলিশকে দেখতে পেত তাহলে ইবলিশকে বুদ্ধি শিক্ষা দিত।

৩। এখানে বলছে ইলমে গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য লোকের জন্যা প্রকাশ্য শিরক। অতএব ৩নং এবং ৪নং মন্তব্যের আক্বীদার ব্যাখ্যায় বলা যায় এরা কোরানের আয়াতকে অস্বীকার করে বসেছে। ''ইল্লামানিরতাদা মির রসুল'' এই আয়াতটাই এদের চোখে পড়ে নাই বা পড়লেও পাঠ করে না হয়তো বা অর্থ জানেনা স্বয়ং আল্লাপাক যেখানে কোরানপাকে বলছেন।

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

কিন্তু যাহাকে পছন্দ করেন রসুলদের মধ্যে তাঁকে গায়েব দান করেন। কোরআনের আয়াত অস্বীকার কারী কাফের। তাহলে বুঝাগেল দেওবন্দীরা হুযুর পাকের ইলমে গায়েবের ব্যাপারে অস্বীকার কারীর দল তারা আবার বলছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ইলমে গায়েব প্রমান করা শরিয়তে সিরক এই সমস্ত বর্ণনা দ্বারা এটা কী প্রমান হচ্ছে না দেওবন্দিরা শুরু থেকেই হুযুর পাকের ইলমে গায়েবের কথা অস্বীকার করিতেছে। ইলমে গায়েব আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য প্রমান করা সিরক তাইতো মৌলভী ইসমাইল লিখল ''কালকের গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা''। দ্বিতীয় বর্ণনায় লিখল ''রসূলের কী খবর'' এই কথা লিখে প্রমান করিতেছে শুধু ইলমে গায়েব অশ্বীকার করেনি বরং পরিস্কার লিখছে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইলমে গায়েবের খবর থেকে সম্পূর্ণ বেখবর অজানা এই জঘন্ন উক্তি গুলির গুরুত্বপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করলে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয় মান হচ্ছে রাসুল পাককে বেখবর বলা মানে হুযুর পাক খোদারও খবর রাখেন না। (নাউজবিল্লাহ) যখন আম্বিয়া আলাইহিস সালাম গণের

নাই ইয়া রাসুল্লাহ বলাটাও না জায়েজ। এই আক্বীদা পসন্দ করে যদি বলে উনি দুর থেকে শুনতে পান তাহলে তো কাফের হয়ে যাবে। মাজাল্লাহ ইসমাইল মৌলভীর লেখা যতই পড়বেন ততই আজব উক্তি দেখা যাবে ঈমান বিধ্বংশকারী উক্তি এই জন্যই ওরা নারায়ে রেসালা ইয়া রাসুলুল্লাহ বলে না শুধু বলে নারায়ে তাকবীর আল্লাহো আকবর আমরা ইয়া রাসুলুল্লাহ বলে ২টি নেকী পাই আল্লাহ ও রসুল ২জনকে স্বরণ করা হল অথচ ওরা শুধু আল্লাহ আকবর বলে ১টি নেকী পায় কারণ শয়তান তো চায় না তোমার ২টি শাওয়াব হোক ফোতওয়া রাশিদিয়া ৩য় খন্ড পাতা নং- ৯০ জনাব হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব দেওবন্দিগণে পীর ও মুরশিদ উনি কুফরী কালাম যুক্ত হেফজুল ঈমান ও বারহানে কাতিয়া বইগুলির প্রতি ভ্রক্ষেপ করতে না উনি বলিতেছেন লোক বলে ইলমে গায়েব আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের নাই আমি বলছি হক রাস্তার (আহ্লে হক) উপর যারা পরিচালিত তারা যেদিকে তাকায় তারা সব কিছু বঝতে পারে এবং গায়েব বিষয় অবগত হয়। আসলে এটা ইলমে হক খোদার তরফ থেকে দান। হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহো তায়ালা আনহার ঘটনাকে নিয়ে যারা দলিল পেশ করে এটা সম্পূর্ণ ভূল কারণ ইলমের (জ্ঞানের) জন্য গভীর ভাবে ধ্যান দেওয়া জরুরী। (অবশ্য কর্তব্য)

شمائل امدادیہ حصہ دوم صفحہ ٦١

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওবন্দী মৌলভীগণ তাদের ভ্রান্ত আক্বায়েদ অনুযায়ী পবিত্র কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আয়াতে কী ধরনের মারাত্মক বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাঁর প্রমান স্বরূপ কয়েকটি এবারত তুলে ধরা হল। আলা হযরত আযিমুল বরকত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লত ঈমাম আহ্মদ রেজা খাঁন ফাজিলে বেরেলবী রাহমাতুল্লা আলাইহে কীভাবে ভূল প্রমান করেছেন তাঁর নমুনা পাঠ করুন।

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ পারা ১৬ রুকু ৬

দেওবন্দী মৌলবী মাহমুদুল হাসান অনুবাদ করেছে এই ভাবে।

অর্থঃ এবং ক্ষমা চাও স্বীয় পাপের জন্য এবং ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের জন্য। আশরাফ আলী থানুভীর ভাষায় এবং স্বীয় গুনাহের জন্য মাফ (ক্ষমা) চাইতে থাকুন এবং সমস্ত মুসলমান নর নারীর জন্যেও। এরা দুইজন এমন শব্দ ব্যবহার করেছে মায়াজাল্লাহ্ হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে গুনাহগার বানিয়ে ছেড়েছে। চিন্তা করুন হুজুর পাককে সাধারণ মুসলমান নর নারীর ন্যায় তুলে ধরেছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকেও গুনাহের অপবাদ দিতে ছাড়েনি। এই ধরনের বিভ্রান্তীমূলক অর্থ কোন দিকে গড়াচ্ছে সাধারণ মুসলমান এবং গায়ের মুসলমান (অন্য জাতী) দের সঙ্গে হুজুরের পবিত্র দামানকে গুনাহের দিকে নিক্ষেপ করা কী হয়নি? যারা ইসলামের খেলাপ, ইসলামের দুশমুন তাদের সঙ্গে কী তুলনা করা হয়নি? এই অর্থ আম্বিয়ায়ে কেরামদের মান, ইজ্জত সাম্মান আবরুকে কোন দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে চিন্তা করুন। খোদা পাকের কালামের প্রতি কত আদব রেখে আলা হজরত তফসীর করেছেন হুযুর পাকের খোদা পাকের সঙ্গে অটুট বন্ধুত্ব আজমতে মুস্তাফাকে কত উচ্চে স্থান দিয়ে কলম ধরেছেন মোমিন ও মোমেনা দ্বারা আম মুসলমান পুরুষ ও নারীদের এবং সারা উম্মতে মুসলমানের দিকে ইঙ্গিত বহন করছে। যার জন্য হুযুরকে সাফায়াতের হুকুম দেওয়া হয়েছে। আলা হজরত এর অর্থ কীভাবে করেছেন দেখুন তরজমা ঈমাম আহ্মাদ রেজা খান বেরেলবী "এবং হে মহবুব! আপনার খাস

ও আম মুসলমান নর নারীর গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" দেখুন তো হুযুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি কত আদব রেখে ঈমান ও আকীদার প্রতি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। ঈমানের মজবুতিকে কীভাবে ব্যাক্ত করেছেন। সাধারণ মুসলমান নর নরী এবং তদীয় খাস লোক যারা সকলের গুনাহের জন্য মাগফেরাত কামনা করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ হুজুরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে মাগফেরাতের জন্য।

যেহেতু নবী পাক দোজাহান জাত পাক নিষ্পাপ যার জবানে ঐশী শক্তি বহন করেছে। সুরা আলাম নাশরাহ পাঠ করলে বুঝা যাবে যিনি কত পাক পবিত্র, শাফিউল মুজনেবীন যার হাতকে আল্লাহর হাত বলা হয়েছে এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর পাকের গুনাহের কথা চিন্তা করা কত বড়ো গুনাহের কাজ। কত বড়ো ভূল ঈমানের পুঁজি ফাঁকা হয়ে যাবে।

২। আয়াতঃ। وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا পারা ১৯ রুকু ১৯ সুরায়ে নমল

তরজমা মাহমুদুল হাসান এবং উনি তৈরী করেছেন এক ধোকা (ফাঁকি) এবং আমরা তৈরী করেছি এক ধোকা। উদ্ধৃত আয়াতের প্রতি পরিলক্ষিত করলে দেখা যাচ্ছে মাওলানা মাহমুদুল হাসান মকরকে ধোকা এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। আবার আল্লাহতায়ালার জাত পাকের দিকে সম্পর্ক করেছে এই মোকাবিলায় আলা হযরত বেরেলবী উনার তরজুমার (অর্থের) দিকে লক্ষ্য করুন উনি কীভাবে কলম পেশ করেছেন। আর তারা নিজেদের মতই চক্রান্ত করল এবং আমরা গোপন ব্যবস্থাপনা করলাম আর তারা অনবহিতই রয়েগেল।

ব্যাখ্যাঃ বুঝা গেল যে আল্লাহ তায়ালা আপন খাস বান্দাদের রক্ষাকারী ও সাহায্য দাতা। তিনি তাদেরকে মানুষের গোপন চক্রান্ত ও অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা করেন।

আয়াত নং- ১ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ পারা ২৬ রুকু ৯ সুরা ফাতাহ

আশরাফ আলী থানবীর ভাষায়-কলমে প্রকাশ পেয়েছে অবশ্যই আমরা আপনাকে এক খোলা খুলি বিজয় দান করেছি। আল্লাহ তায়ালা যেন আপনার সমস্ত আগের ও পরের গুনাহ মাফ করে দেন।

মাহমুদুল হাসানঃ-

আমরা মিমাংসা করে দিয়েছি আপনার জন্য শরিহ্ ফায়সালা আল্লাহ মাফ করেদেন আপনার আগের গুনাহ এবং যেগুলি পরে হবে। এই দুইজনের অর্থ করার পদ্ধতি লক্ষ করুন হুজুর পাককে কীভাবে গুনাহগার সাবস্ত করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে গুনাহ করেছেন এবং পরেও করবেন। মাআজাল্লাহ। পরে খোদা পাক মাফ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে দিবেন বলে অঙ্গিকার করেছেন। এবারে আসুন আলা হজরত বারেলবীর কলম পুনভাবে ঈমান আকীদার প্রতি মহব্বত রেখে কুরআন পাকের অর্থ ফুটে উঠেছে এক জলন্ত দলীল হিসাবে। উনি লিখলেন, নিশ্চয় আমরা তোমার জন্য এক উজ্জ্বল মহা বিজয় দান করেছি। আল্লাহপাক তোমার কারণে আগের পরের সব গুনাহ মাফ করেছেন (উম্মতদের)। আপনার কারনেই উম্মতদের মাফ করেছেন।

৪। وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى সুরা নজম। পারা ২৭ আয়াত ১

মহমদুল হাসান-নক্ষত্রের কসম যখন পড়ে যায় এখানে তারা (নক্ষত্র) পড়ে যাওয়ার কথা সাধারণ অর্থ করার প্রকাশ পয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকের এর বোধগম্য হওয়া কঠিন ব্যাপার এখানে হযুর পাকের মোকাম (স্থান) কথায়, ও মর্যাদার ব্যাপার ক্ষূণ্য করা হয়েছে। কিন্তু আলা হজরতের তরজুমায় ধরা পড়েছে উপযুক্ত ভাষা, সত্য ইনসাফ আহলে মহব্বতকারীরা এর অর্থ পড়ে বুঝতে সক্ষম হবেন। হুযুর পাকের মহান মর্যাদা কোথায় গিয়ে পৌঁছায়ছে। নজম এর অর্থ করার সাথে সাথে তার উদ্দেশ্যের ভাষা বর্ণনা করেছেন কারণ সূরা নজমের মধ্যে হুযুর পাকের আসমানী সফরের বর্ণনা দেওয়া আছে। স্বশরীরে মেরাজ গমন এবং কথা বলা হয়েছে এই জন্যে প্রথম মেরাজ থেকেই শুরু করা হয়েছে। এইভাবে হুযুর পাকের সম্মান, মর্যাদা, জালালিয়াত প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ পাঠকারীরাও যেন বুঝতে পারেন। এই তফসীর হযরত ঈমাম জাফর থেকেও নকল করা আছে আলা হযরতের তরজমার দিকে লক্ষ করুন। "ঐ সুন্দর খুব শুরত চমকানো তারার কসম হুজুর যখন মেরাজ থেকে ফিরে এলেন" সুবহান আল্লাহ! এই ধরনের অখন্ডনীয় অর্থ একমাত্র আসেক রসুল ছাড়া করতে পারে না জগতের কোন খেলাফি আলেম যদি এই ধরনের অর্থ করে দেয় তাহলে গাদ্দার নয় ওয়াফাদার হয়ে যাবে।

৫। وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى পারা ৩০ সুরা দোহা

তরজমা মাহমুদুল হাসান- এবং আপনাকে পেয়েছে পথ ভোলা হিসাবে আবার রাস্তা বুঝিয়েছেন আশরাফ আলী থানবী এবং আল্লাহ

তায়ালা আপনাকে শরিয়তের বিষয় সম্পর্কে অজানা অবস্থায় পেয়েছেন। তাই আপনাকে শরিয়তের রাস্তা বলেছেন। মাওলানা মাহমুদুল হাসানের অনুবাদে "ভাটাকতা" (পথভোলা) এবং আশরাফ আলী থানবীর অনুবাদে "বে খবর" (কোন খবর জানে না) প্রথমে ভাববার বিষয় উর্দূ ভাষার সবচেয়ে বড়ো অভিধান জামেউল লোগাত এই শব্দটির অর্থ লেখা আছে "খারাপ হওয়া" আওয়ারা হয়ে ঘুরাফেরা করা। একদিকে আল্লাহপাকের এরশাদ হচ্ছে مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى মা দাল্লা সাহেবকুম ওমা গাওয়া (২৭ পারা ৫ রুকু) তোমার সাহেব না বিগড়েছে না ভূল রাস্তায় চলেছে। এই আয়াতের দৃষ্টিতে এই কথা বলা আমি তোমাকে পথ ভোলা হিসাবে পেয়েছি। অনুবাদে এক শব্দের পিছে পড়ে এটা চিন্তা করল না কলম কার সম্পর্কে মহান ব্যাক্তির মর্যাদার উপর আঘাত হানছে। এক শব্দের অর্থ সব জায়গায় এক হয় না এখানে দাল এর অর্থ বেসুমার মহব্বত করা এবং মহব্বতের মধ্যে বিলিন হয়ে যাওয়া অর্থ প্রকাশ পায় কোরআন হাকিমে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে যে দাল শব্দটি আছে ১৩ পারা রুকু ৫ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ এটার অর্থও একই রকম বুঝায়। আর আপনী বড় মহব্বতের নেক দৃষ্টি নিয়ে বহুদিন ধরে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে (মহব্বত) ভালো বাসেন। এই অটুট ভালোবাসায় নিমজ্জিত থাকুন আলা হজরতের তরজুমার (অনুবাদের) দিকে দৃষ্টিদেন "এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন এবং নিজের দিকে রাস্তা দেখিয়েছেন"।

৬। كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ পারা ১৩ রুকু ৩ সুরা ইউসুফ আয়াত ৭৬। মৌলানা মাহমুদুল হাসান এই চাল (ধোকা) আমরা ইউসুফকে বলে দিয়েছি আলা হযরতের কলম আমরা ইউসুফকে এই তদবীর (কৌশল) বলেছি। এই শব্দটি আরবী জবানে গুপ্ত তদবীর বোঝায় বা ব্যবহার করা হয়। একে আবার চাল ও ধোকা অর্থেও ব্যবহার করা যায়।

যখন তার সম্পর্ক খোদা পাকের দিকে হবে তখন তাহার অর্থ চাল বা ধোকা করলে সরসরী আল্লাহ পাক কে তৌহিন (ঘৃনা) করা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম তরজমায় কত বড়ো বিবেকহীন ভাষা ব্যবহার করে কোরআনে আযিমকে তার ভাষাকে কোথায় নিয়ে গেছে।

২য় তরজুমায় কত সুন্দর ভাষা ব্যবহার করে কুরআনে আযীমকে মর্যাদা দিয়েছেন। এখানে কোন কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭। قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ পারা ১৩ সূরা ইউসুফ আয়াত ৯৫ মাহমুদুল হাসান-লোক বলছে কসম খোদার তুমিতো সেই পুরাতন ভূলের মধ্যে আছ আশরাফ আলী থানভী ওরা (পার্শ্বের লোকেরা) বলছে যে বা খোদা আপনীতো সেই পুরাতন ভূলের মধ্যে ডুবে আছেন অর্থাৎ এখনো ওই খেয়ালের মধ্যে নিমজ্জিত। আলা হযরত বেরেলবী পুত্রগণ বললো আল্লাহর শপথ! আপনী আপনার ওই পুরানো পুত্র স্নেহের মধ্যে বিভেরে রয়েছেন। এ থেকে বুঝা গেল দাল শব্দটির অর্থ শুধু গুমারহী বা পথ ভ্রষ্টতা নয় আরো বহু উর্দ্ধে যেহেতু উল্লেখিত দুটি আয়াতের মধ্যে "ضلالت" দালালতের সম্পর্ক আম্বিয়াদের দিকে নির্দেশ হচ্ছে। এই জন্যই আলা হযরত অর্থ নিমজ্জিত অবস্থায় করেছেন। যাহা মহব্বতের উচ্চ মর্যাদার প্রকাশ হচ্ছে। এই আয়াতের وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى "গুমরাহীর" পরিবর্তে "ভূল" শব্দ এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে পইগম্বরকে গুমরাহ বলা তার মর্যাদার খেলাপ কিন্তু অনুবাদের জন্য অভিধানের তো প্রয়োজন। এদের মোকাবিলায় আলা হযরত অনুবাদ করেছেন, خود رفتگی নিমজ্জিত অবস্থায় (ভালোবাসার গহীন সমুদ্রে ডুবে যাওয়া) এই অর্থ একদিকে আদবের সৌন্দর্য্যতার অবস্থান বোঝায় অপরদিকে ভালোবাসার নিবীড় টান এবং জজবাত আদম্য প্রেরনা প্রকাশ পাচ্ছে। খোদা পাক নবী পাকের দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করছেন ওয়া ওয়া জাদাকা দাল্লান ফাহাদা এই আয়েতে দাল্লান বলা হয়েছে। যা এই বিষয় নিয়ে বহাস হচ্ছে তারা "দালালাত" এর অর্থ করেছে গুমরাহি এইভাবে এই জায়গাতেও এই ধরনের অর্থ হবে সবাই জানে নবী পাক মাসুম নিস্পাপ এই ধরনের আয়াত মাহমুদুল হাসান অপ ব্যাখ্যা করে কত বড়ো বেআদবী করেছে।

اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھرا مجالی মাআজাল্লাহ হুযুর পাক রাস্তা ভূলে গেছিলেন (পথ ভুলাদের ন্যায়)। আলাহযরত বেরেলবী এখানেও ওই তরজমা করেছেন শানে নাবুওয়াতের মর্যাদা অক্ষুন্ন আছে। ছেলে বলছে খোদার কসম আপনি সেই পুরাতন ভালোবাসার মধ্যেই ডুবে আছেন। লফজ দালাল আরবী ভাষায় দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক হারিয়ে যাওয়া, মিশ্রিত হওয়া যেমন বলা হয়।

ضَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّبَنِ পানি দুধের মধ্যে মিশ্রীত হয় হারিয়ে গেছে যে গাছ গভীর জঙ্গলে একায় থাকে সে ক্ষেত্রেই এই কথা ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় شجرة ضلاله দালালাহ শব্দ গুমরাহীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কোরান পাকে যে আছে مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى তোমার পয়গম্বর না গুমরাহ হয়েছে না পথ ভূলা হয়েছে। দালালাত আবার ভালো বাসার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। যেমন আল্লামা আলুসি লিখছেন ইবনে জারিব মোজাহিদ থেকে নকল করেছেন যে, এই আয়াতে দালাল ضلال শব্দের অর্থ মহব্বতের মধ্যে আছে যখন কোন শব্দ দুটি অর্থ ব্যবহার হয় তখন বাক্যের বিন্যাস অনুযাই শব্দকে ধরা হয় আগের উপরের বাক্যের ধারা অনুযায়ী। প্রকাশ থাকে যে পইগমবর আলাইহিস সালামকে মর্যাদা অনুযায়ী মহব্বত মানে ধরতে হবে। যেমন ভাবে আলা হযরত এই আয়াতে দালালকে কে মহব্বতের মধ্যে মসগুল ধরেছেন। আয়াতের দালালাকা এখানে কা শব্দ এসেছে যার অনুবাদে মতভেদ আছে মাওলানা মাহমুদুল হাসান এর অর্থ করেছেন গলতি মানে ভূল। থানুবি সাহেব একে ভূল লিখে দিয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হল দালালাতকে ভূল অর্থ করে ব্যবহার করা কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ঠিক আছে। কিন্তু আলা হযরত প্রমান করেছেন অভিধানের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ আসেকে মহম্মদির বাতি অন্তরে জালিয়ে কাওসারের পানীর ন্যায় ধৌত অর্থ প্রকাশ করে আসেকে রসুলের প্রমান দিয়েছেন অর্থ অনুবাদ করার ভঙ্গীমা প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত খোদা প্রেমিক আশিকে রশুল। খোদা যখন দিন দেয় আকেল ছিনিয়ে নেয় প্রকৃত পক্ষে আশেকে রসুলেই নাজাত ও মাগফেরাত। দেওবন্দিদের কয়েকটি আয়াতের তরজুমার ভূল আলা হজরত বেরেলবীর অনুবাদ করার পদ্ধতি উভয়দিকে মিলিয়ে, বুঝাগেল আশেকে রসুল ছাড়া প্রকৃত তরজুমা (অনুবাদ) করা অসম্ভব

pdf By Syed Mostafa Sakib

কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর।

যখন এই লেখক এই রচনা সম্পূর্ণ করে তখন আর একটা বিষয় নিয়ে লিখতে বলা হয় কতগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এবং তার উত্তর লিখতে বলেন এবং এই বইয়ের মধ্যে যেন স্থান পায় তাই প্রশ্ন উত্তর লিখে দেওয়া হল। উত্তর গুলি লেখক নিজেই লিখেছেন।

প্রশ্নঃ মেরাজের পরে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাকে কাফেরেরা বাইতুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে তখন নিশ্চুপ থাকলেন যখন আল্লাহ তায়ালা জাল্লা শানহু বাইতুল মোকাদ্দাসকে হুজুরের সামনে তুলে ধরলেন তখন হুযুর পাক সমস্ত বৃতান্ত তাদের জানালেন বা অবগত করালেন। এখানে কথা হল যে হুজুরপাক যদি সব অবগত হতেন, তাহলে দেরী না করে তৎখনাত বলে দিতে পারতেন। এই থেকে বোঝা গেল হুযুরের সব বিষয়ে জ্ঞান ছিল না।

উত্তরঃ মুসলমানদের শুধু একটুকুই বুঝে নেওয়া যথেষ্ট হবে যে, হুযুর পাকের জ্ঞান সমস্ত বিশ্বের কোরান ও হাদিস থেকে প্রমানিত যা এই পুস্তকের পূর্বের অধ্যায়গুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে নিজের তরফ থেকে প্রশ্ন উপস্থাপিত করা এবং সর্বদাই এই খেয়ালের মধ্যে থাকা কোন বিষয়ের উপর যদি ফাঁক পাওয়া যায় তাহলে প্রশ্ন করে বিব্রত করা যাবে। পবিত্র কোরাণ ও হাদীসের দ্বারা প্রমান করা সত্যেও অস্বিকার করা যা চরম বে আদবী, মুর্খামী বিশ্ব জাহানের সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞান যাকে আল্লাহ দান করেছেন আবার সেই বিষয়ের উপর কাউরো এখতেলাফ করা অস্বিকার করা দ্বীমত পোষণ করা কারও অধিকার নেই। আমার বলার উদ্দেশ্য এটাই যে, সমস্ত মানুষ মূর্খ অথবা শিক্ষিত কোরান ও হাদী থেকে যা কিছু প্রমান হয়েগেছে এর উপর নিজের মন গড়া প্রশ্ন কোন মতবাদ দ্বীমত পোষণ না করে নির্দিধায়, নির্বিবাদে ছালাম পোষন করে গ্রহন করা উচিত।

এখন আসল প্রশ্নের উত্তরের দিকে আসুন। সবাই যে সব বিষয়ে জ্ঞানী হবে তা নয় আমরা এটা অন্তত পক্ষ্যে জানি যে, বাইতুল মোকাদ্দাসের ব্যাপারে যে প্রশ্ন কাফেররা করেছিল অবশ্য অবশ্যই হুজুরের জানা ছিল এই জন্য যে, যদি কাফেররা এই ধররেন প্রশ্ন করে যা জানবার কথা হুজুর যদি স্বীকার করতেন তাহলে তারা বলত আমরা জানবার দাবী করিনি। আবার কেন জানতে চাইছ? হুজুর পাক নিরব নিশ্চুপ থাকাটাই প্রমান করেছেন যে তিনি সব জানেন। হুজুরের ফরমান সরাসরী হক তায়ালার নির্দেশ (ইঙ্গিত) বহন করছে যা কাফেররা জানতে চেয়েছিল বাইতুল মোকাদ্দস সম্পর্কে। তৎসমূদয় জ্ঞান স্বচক্ষে উপলব্ধি ছিল।

দ্বিতীয়তঃ- হাদীস পাকে মওজুদ আছে হুযুর বায়তুল মোকাদ্দাসে স্বশরীরে হাযির হয়েছেন- এমন নয় যে বাহন (সওয়ারী) চলে যাচ্ছে রাস্তায় বায়তুল মোকাদ্দাস চোখে (নজরে) দেখা গেল দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল- ভালো ভাবে দেখাই হল না। অথচ বোরাক থেকে নেমেছেন, মসজীদের ভিতরে বসেছেন। ২ রাকাত নামাজ আদায় করেছেন (তাহিতায়াতুল ওজু) আবার বাইরে এসেছেন জিবরীল আলাইহিস সালাম এক পিয়ালা সারাব, এক পিয়ালা দুধ এনেছেন হুযুর দুধ পান করলেন, দুধ পান করায় জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন আপনি ফিৎরতকে অনুসরণ করলেন অর্থাৎ স্থান দিলেন। মিশকাত শরীফ পাতা নং- ৫২৮ বর্ণনা দেওয়া আছে বাবুল মেরাজ।

عَنْ ثَابِتٍ اَلْبَنَانِيْ عَنْ اَنَس اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال اُتِيْتُ بَيْتُ الْمُقَدَّسَ فربطته بالحلقة الَّتِيْ تُرْبَطُهَا بِهَا الانبياء قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيت فِيْهِ رَكْعَتين ثُمَّ خَرَجْتَ فَجَاءنِي جِبْرَئِيْلَ بِاَنَاءٍ مِنْ خمر واناء من لَبَن فاخترت اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرَئِيْلَ اِخْتَرْتَ الفِطْرَة

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুযুরের পরিভ্রমন এবং বাইতুল মোকাদ্দাস দেখা, ওখানে থামা বাহন থেকে নামা, বোরাক কে বেধে দেওয়া বাইতুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করে ২ রাকাত নামাজ আদায় করা সারাব ত্যাগ করে দুধ পান করা এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা প্রমান পাওয়া যাচ্ছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওখানকার (বাইতুল মোকদ্দাসের) সব ঘটনা পরিপূর্ণভাবে জানতেন (অবগত ছিলেন) আবার হুজুর পাক নিশ্চুপ ছিলেন এর কারণ এই সময় এই ব্যাপারে ধ্যান ছিল না। যেহেতু হাদীশ পাকের কোথায় এটাই প্রমান করছে হজরত আবু হোরেরা রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে,

عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه سلم لقد رایتنی فی الحجر وقریش تسائنی عن مسرای فسالتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اتبتها فکذبت کذّبا الحدیث از مشکوة

কিন্তু রেওয়ায়েতে (ঘটনার বিবৃতি) এটাই আছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আবু বক্কর সিদ্দিক রাদীয়াল্লাহু আনহু বইতুল মোকাদ্দস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং হজরত সব বলে দিয়েছিলেন এই হাদীস নিশ্চুপ থাকার কোন কথাই বর্ণনা বা উল্লেখ নাই।

২। প্রশ্নঃ- হাদিশ শরিফে আছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন

والله ما ادری وانا رسول الله ما یعفعل بی ولا بکم

খোদার কসম আমি জানিনা যে আমি আল্লাহর রসুল আমার সাথে কী করা হবে এবং তোমাদের সাথে কী করা হবে এবং এটাও এই মজমুনে লেখা আছে।

کل ما کنت مدعًا من الرسل وما ادری یفعل بی ولا بکم

জওয়াব দুটি হাদীসের মধ্যে আয়াত বেকুম আদরী আছে যা ঘটনার মধ্যে বর্ণিত কেয়াস করে কোন কথা জেনে নেওয়ার নামকে বলে।

রুদ্দুল মোহতার পাতা নং- ৯৭ তে আছে এটা পরিস্কার যে আমার আক্কেল থেকে জানিনা এবং আল্লাহ কতৃক শিক্ষাকে অস্বীকার করা যায় না কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এই যে, বিরোধী দল প্রশ্ন করছে এবং এটাই বের হয়ে আসছে যে, হজরতের জানা ছিল না, যে আল্লাহপাক হজরতের সঙ্গে কী ব্যবহার করবেন এবং এই বেকুব, গাঁওয়ার, মুর্খ এতটুকু বুঝে নাই আল্লাহ নিজে বলছেন।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

সূরা দোহা ৩০পারা

যখন হযরত মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আখেরাতের অর্থাৎ পরকালের ভালো এবং মহান আল্লাহ পাকের রেজামন্দি (প্রসন্ন লাভ) দুনিয়ার মধ্যেই জানতে পেরেছেন কোরআন পাকের আয়াত দ্বারা প্রমানিত আছে আর হুজুরের প্রতি বিশ্বাস করে এটা বলা

لما نزلت هذه الایة قال اذًا لا ارضی وواحد من امتی فی النار

তসরীর কবীর খন্ড ৬ পাতা ৫৬৭ আমার উম্মতের মধ্যে একজন লোক যদি দোজখ বাসী হয় তাহলে আমি রাজি হব না। পরিস্কার বলছে। হররত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম খুব ভালভাবে জানেন তার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে। প্রশ্নকারীর এই আয়াত প্রসঙ্গে উদভট বুদ্ধি অথবা জাহেল হওয়ার কারণে এখনো তার খবর নাই এই আয়াতে হুযুর পাকের ইলম নেই এই ব্যাপারে বিরুপ মন্তব্য করা উম্মতের সাথে কী ব্যবহার করা হবে প্রমান করছে এই আয়াত রোহিত (মনসুখ) করা হয়েছে।

সূরা ফাতাহ এর প্রথম আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا দুনিয়ার বুকে মহা বিজয় এবং আখেরাতে অর্থাৎ পরকালে উম্মতের মাগফেরাত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে আর এটাও বলা হয়েছে পরকালেও দুনিয়ায় হুযুরের সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন নং-৩ঃ কোরান পাকে আছেঃ-

يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا اجبتم قالو لا علملنا انك انت علام الغيوب

অর্থাৎ যে দিন একত্রিত করা হবে, আল্লাহ পাক রসুলদের বলবেন তুমি কী উত্তর দিবে অর্থাৎ তোমাদের উম্মতেরা ইসলামের প্রচার এর ব্যাপারে কী বলেছিল সে ব্যাপারে? ও তখন বলবে আমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান নাই তুমিতো আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য খবর জাননে ওয়ালা) যদি রসুলদের সব বিষয়ে জ্ঞান থাকবে তাহলে কেন তারা বলবে এমন কথা আমরা জানিনা উত্তর এই ধরনের প্রশ্ন বিরোধীরা অনুমান মূলক, মূর্খের হাঁড়ী না হলে করত না-আয়াতেই তো প্রমান আছে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের এই সরেব জ্ঞান আছে তা সত্ত্বেও লা ইলমালানা এই দলিল উত্থাপন করে বলছে কারণ প্রশ্ন এটাই যে তোমাদের উম্মত তোমাদের তবলীগের পরে কী উত্তর দিয়েছিল আম্বিয়া আলাইহেমুস সালামকে ওটাই বলা বা উত্তর দেওয়া উচিৎ তার উম্মতেরা যা বলেছিল কিন্তু তা না বলে আমি জানিনা তুমিতো নিজেই আলেমুল গায়েব এখানে পরিস্কার বোঝা গেল বা যাচ্ছে যে আল্লাহ পাকের সামনে তারা তাদের জ্ঞান প্রকাশ করার পরিবর্তে আদবের সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে চুপ করে আছে হকি কততো এটাই সমস্ত মখলুকাত (সৃষ্টি) স্রষ্টার কাছে কিছুই না। তফসির খাজেন পাতা নং ৫০৪ প্রথম খন্ডে তফসীরে কবীর থেকে নকল করছে।

ان الرسول عليهم السلام لما علموا ان الله تعالى عالم لا يجهل وحليم لا يسفه دعادل لا يظلم علموا ان قولهم لا يفيد خيرا ولا يرفع شرا قزاء والادب فى السكوت وتفويض الامو الى الله تعالى وعدله فقلو الا علم لنا

বিখ্যাত তফসীরকারীগণ একমত যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম গণের এই জ্ঞানতো অবশ্যই আছে যে তাদের উম্মতগণ কী বলেছিল কী উত্তর দিয়েছিল। বাস এই থেকে প্রশ্নকারীদের বিরোধীরা বুদ্ধি

শেষ দম ফেলার জায়গা নেই। আমাদের একটা পয়েন্ট লাভ হল সেটা হল যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের এই ফরমান আমাদের ইলম (জ্ঞান) নাই। এটা অজ্ঞানতার কথা নয় আল্লাহপাকের সামনে উনারা নিজের জ্ঞানকে কিছুই মনে করেন নাই যেমন উপযুক্ত শিষ্য তার গুরুর সামনে সমস্ত না জানার কথা বলে অর্থাৎ যেনেও প্রকাশ রেন না এতে বিরোধীরা তাদের লজ্জা সরম সম্বন্ধে যদি জ্ঞান থাকে এই ধরণের আয়াতের উপর বিরুপ মন্তব্য করবে না। কোন দিন করবে না। এতে আদবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রতীয় মান হয়।

প্রশ্ন নং- ৪ঃ শফরে হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ও সাল্লামের সঙ্গে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা ছিলেন উনার হার হারিয়ে গিয়েছিল হুজুর যদি জানতেন তাহলে কেন বলেন নী?

উত্তরঃ বিরোধীদের দলীল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূল কেয়াসে পরিপূর্ণ। কোন হাদীস বা আয়াত থেকে যখন নিজেদের উত্থাপন করতে পারে না বা প্রমান করতে পারে না তখন রাগ করে, নাচার হয়ে নিজের ভূল না বোঝে যা ইচ্ছা তাই একটা লিখেদিলে হল। এই প্রশ্নের আগাগোড়া একটাই কথা হল যে হুজুর বলেছিলেন প্রথমে তো কালাম (কথা) আছে বিরোধীদের উচিত ছিল কোন এবারত (আয়াত) বলা। কিন্তু তাহা না করে খামাখা মুখে যা আসল বলেদিল বোখারী ও মুসলীম শরিফের হাদীসে আছে। فبعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فرجدها

এক ব্যাক্তিকে হুযুর পাঠিয়ে ছিলেন এক ব্যাক্তিকে পাশে পেয়েছিলেন ওই ব্যাক্তি তাকে আসল খবর দিয়ে ছিলেন।

يحتمل ان يكون فاعل وجدها النبى صلى الله عليه وسلم

এই থেকে মনে হচ্ছে যে, হুজুর নিজেই হার পেয়েছিলেন আবার না বলার কী মানে হয়? অবশ্য মনে করেন না বলেছেন তো না

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলেছেন-কিংবা কোন আ লেমকে না জানার কবে বাধ্যতা মূলক হল এই বলছে যে এটা মান্তেক যদি এটাই কেয়াস সব্যস্ত হয় তাহলে খোদা ভালো করুন। আল্লাহর ইলমকেও যেন অস্বীকার না করে বসে। হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহপাক বলেছিলেন হে মুসা তোমার ডান হাতে ওটা কী? মা-আ-জাল্লাহ, এটা জিজ্ঞাসা করা আল্লাহ তাবারাক তায়ালা যদি জানতেন তাহলে কেন জিজ্ঞাসা করলেন? না বলা এবং জিজ্ঞাসা করা কোন হুকুমতের কাজ? فعل الحكيم لايخلوا عن الحكمة হাকীমের কাজ হুকুমত থেকে খালিনয়। তার জন্য প্রাথমিক জ্ঞান দরকার হয় না। এই আওয়াজ থেকে এটাই লাভ হল যে যেখানে পানি নেই যেখানে থামবার নির্দেশ হল। যদি হুযুর পাক সঙ্গেই সঙ্গেই বলে দিতেন উম্মতের জন্য কীভাবে লাভ হত এই কথামত যদি পানি না পাওয়া যেত এবং সাহবাদের নামাজ পড়ার মন হল কিন্ত পানী কোথায় পাওয়া যাবে কীভাবে ওজু করব কিংকর্ত্তব্য বিমুঢ় হয়ে প্রশ্ন করতে হল হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহোকে ধরা হল তার মাধ্যমে হুযুর পাককে বলতে বলা হল কারো মন চাইলো না হুযুরের ব্যঘাত ঘটাতে এই বিষয়টা প্রমান করল হুযুর পাকের ঘুম ভাঙাতে কারো অধিকার নাই। হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক উনিও চিন্তিত হলেন কীভাবে নামায আদায় করা যায় হযরত সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা নিজের কোমরে এমনভাবে আঙ্গুল দিয়ে আওয়াজ করলেন মানুষের ঘুম ভেঙ্গেযাবে যেহেতু হুজুর পাক উনার জানু মোবারকে মাথা রেখে ঘুম পাড়ছিলেন তাই ঘুম থেকে জাগানোর পদ্ধতি স্বরুপ ওই কাজ করলেন। সরাসরী জাগানো হল না, পরোক্ষভাবে শব্দ করে এই কাজ করা হল। তাতে হুযুরের কোন কষ্ট হল না এথেকে বোঝা গেল হুযুরের প্রতি আদব কীরকম হওয়া দরকার হযরত সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার ফজিলত প্রকাশ হল

وفيه دليل على فضل عائشة وابيها وتكرار البركة منها

হযরত সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহো আনহার কেমনভাবে ফজিলত প্রকাশ হল।

ابن ابي مكيكه

রেওয়ায়েতে স্বয়ং জনাব সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন

ماكان اعظم بركته قلادتك

এই সিদ্দিকা তোমার হারে কেমন বিখ্যাত লোকের বরকত আছে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমান তার সাদকায় ভ্রমনে, অসুখ বিসুখে মজুবুরী অবস্থায় তয়ম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করতে থাকবে। ঈমানদারদের দৃষ্টিপাত (পরিলক্ষিত) হল এই ঘটনায় হযরত সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহো আনহার হারের কারণে ইসলামী লসকরদের থামতে হল, পানি না পাওয়া গেলে উনার বরকতে আল্লাহ তাবারক তায়ালা তায়াম্মুম (অজুর নায়েব) জায়েজ হল। মাটিকে পাক করে দিলেন কিন্তু যেখানে চোখ বন্ধ-এবং চক্ষুর দৃষ্টি চলে যায় ওখানে আর কিছু খুজে পায় না তাইতো বলে হযরতের ইলম গায়েব নাই

چشم بداندیش کہ برکندہ باد عیب نماید ہنرش در نظر

বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই তবু বলে জানি,
চক্ষু নেই অন্ধ হয়ে তবু বলে দেখি।

Pdf By Syed Mostafa Sakib

শেষ নির্দেশ

হুযুর হাবিব ও মাহবুব ওয়াকফে গয়ুব সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বদ মাজহাবদের কীভাবে প্রকাশ হবে এতদ সম্পর্কে (চাল চলন, চেহারা, উঠা বসা, কার্য্য কলাপ ইত্যাদি) পূর্বেই প্রকাশ করে দিয়েছেন আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

اِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ

তোমরা এই বদমাজহাবদের থেকে দূরে থাকবে এবং ওদেরকেও দূরে রাখবে, বলা যায় না তোমাকে খারাপ করে দিতে পারে কিংবা ফিৎনার মধ্যে ফেলে দিবে।

وَلَا تُوَاكِلُوْهُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ

না তাদের সঙ্গে পানাহার করবে।

وَلَا تُجَالِسُوْهُمْ

না তাদের সঙ্গে উঠাবসা করবে।

وَلَا تُنَاكِحُوْهُمْ

না তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

وَلَا تُكَالِمُوْهُمْ

না তাদের সঙ্গে কথাবর্তা বলবে।

وَلَا تُوَانِسُوْهُمْ

না তাদের সঙ্গে ভালোবাসা রাখবে।

وَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ

না তাদের সঙ্গে নামায পড়বে।

وَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ

না তাদের জানাজার নামায পড়বে। বাস দ্বীন ও ঈমানের শান্তি এর মধ্যে আছে তোমরা আহ্কামে নবী এবং এরশাদে মুস্তাফার উপর আমল কর। আল্লাহ তায়ালার রহমতে বা তোফাইলে স্বীয় হাবিব হুজুর মুস্তাফা

সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইসলামী ভাই-বোনদের বদ আক্বীদা বদ মাজহাবদের হাত থেকে হেফাজত রাখেন।

ওদের নাপাক বই থেকে আহ্লে সুন্নতকে বাঁচান এবং আহ্লে সুন্নতের উপর সাবেৎ কদম রাখেন।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ
وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

১। ৬টি বিষয়ের গুপ্ত খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নয় সূরা লুকমান ৩৪ নং আয়াত, ২১ নং পারা

بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

অর্থ ও তফসীর কানজুল ঈমান ও তফসীরে খাজায়েনুল ইরফান ১১০৬ পাতা ২১ পারা। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে। কেয়ামতের জ্ঞান এবং বর্ষন করেন বৃষ্টি এবং জানেন যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে আর কেউ জানেনা কাল কী উপার্যন করবে, এবং কেউ জানেনা কোন ভূখন্ডে মৃত্যু বরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা সব বিষয়ে খবর দাঁতা। শানে নজুল হারিশ ইবনে আমর হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজীর হয়ে আরজ করতে লাগল "যদি আপনি সত্য নবী হন, তবে বলুন কেয়ামত কবে হবে? আমি ক্ষেতে বীজবপন করছি বলুন কবে বৃষ্টি হবে? আমার স্ত্রী গর্ভবতী বলুন পুত্র হবে না কন্যা হবে? আর বলুন আগামী কাল আমি কী কাজ করব? বলুন আমি কোথায় মরব? এ জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আয়াতে তাদরী শব্দটি ও রাঅইতো থেকে উদ্ধৃত বলে বিবেক বুদ্ধি, হিসাব আন্দাজ থেকে জানাকে অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে এমটি পাঁচটি গায়ের যেগুলো বিবেকের হিসাব দ্বারা এবং আন্দাজ অনুমান করা যায় না শুধু আল্লার ওহী দ্বারা জানা সম্ভব আর যেহেতু এধরনের ওহি প্রচার করার অনুমতি নাই সেহেতু সাধারণ লোককে একথা বলা যায় না। সূতারাং এই আয়াত শানে নজুলের একেবারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ কোনরূপ বিরোধ বিপরীত নেই। এটাও বিবেক বুদ্ধি অনুমান দ্বারা যায় না মৃত্যু দূত মালাকূল মাওত প্রত্যেকের মৃত্যুর জায়গা সম্পর্কে জানেন হজরত সারা ও হজরত মরিয়মকে হজরত জিবরাইল সন্তানের সূ-সংবাদ দিয়েছেন। হজরত জাকারীয়া আলাইহিস সালামকে হজরত এহিয়া আলাইহিস সালাম এর সু-সংবাদ দিয়েছেন। এসবই মহান রবের শিক্ষার ফসল ছিল, অনুমান ধারনা কল্পনার ফল নয় মোট কথা এই আয়াত থেকে একথা অনিবর্য্য হয় না যে আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে এসব জ্ঞান দেন নি। এরসাদে বারী তায়ালা

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

সুতারাং গায়েবের প্রকাশ করেন না কিন্তু (প্রকাশ করেন) তার মনোনীত রসুলের নিকট সূরা জীন ২৬-২৭ আয়াত হুজুর বদরের যুদ্ধের একদিন পূর্বে প্রত্যেক কাফিরের নিহত হবার স্থান বলে দিয়েছেন অথবা জান্নাত থেকে হুরের আহ্বান "তার সাথে ঝগড়া করো না তিনি আমাদের নিকট আগমন " কারী অথবা তকদীর অদৃষ্ট লেখক ফিরিস্তা মায়ের পেটের মধ্যে সব কিছু লিখে যাওয়া এ সবই আল্লাহ তায়ালা বলে দেওয়ার ফল। সূতারাং তা আয়াত শরীফের বিরোধী নয়। আরো প্রমান দেখুন তফসীরে রায়জাবী, তফসীরে খাজেন, তফসীরে রুহুল বয়ান, তফসীরে খাজাইনুল ইরফান তফসীরে শাকীলি ইত্যাদি।

"মানকাবাত"

আলা হযরতের শানে রচয়ীতা- ফজলুর রহমান, রেজাতপুর
দক্ষিণ দিনাজপুর।

১। চৌদ্দশো হিজরীর মোজাদ্দিদ যিনি
ঈমাম আহমদ রেজা নাম।

২। বেরেলী শহরে জন্ম হল,
মদীনায় থাকত তাহার প্রান।

৩। ওয়াহাবী নাজদিরা লিখল কিতাব
নাম তার তাকবিয়াতুল ঈমান।

৪। আলা হযরত ফতুয়া দিলেন,
এরা হল পাকা শয়তান।

৫। বিশ্বের বুকে বের হল যত
ভূলে ভরা তফসীরে কুরআন।

৬। উঠালেন কলম লিখলেন তিনি
নাম হল তার "কানজুল ঈমান"।

৭। মুরদাকে যিনি জিন্দা করেন
নাম তার হাবিবুর রহমান

৮। লাহর শহরে বাড়ী ছিল
দেশটি হল পাকিস্তান।

৯। ১৪০০ কেতাব লিখে যিনি মোদের দিলেন উপহার
তাইতো মুক্তির পথ পেয়েছিল শত শত গুনাহগার।

১০। ২৫শে রজব ২টা ৩৮শে বিদায় হল তাহার প্রাণ।
তার শোকেতে কেঁদেছিল বিশ্বের শত কোটি মুসলমান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪। দরুদ ও সালাম

আলা হযরত বেরেলবী (বা আঃ)

মোস্তাফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম–

সাময়ে বাজমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম।

শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজ দারে হারাম।

নাও বাহারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।

হাম গারীবোঁকে আক্বাপে বে হদ দরুদ

হাম ফকিরোকি শারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।

উস্‌কি পেয়ারি ফাসাহাত পে বেহদ দরুদ

উস্‌কি দিলকাশ বালাগাত পে লাখোঁ সালাম।

জিসকী তাসকিনসে রোতে হুয়ে হাস পাড়ে

উস তাবাস্‌সুম কি আদাত পে লাখোঁ সালাম।

জিস্‌সে তারিক দিল জাগমাগানে লাগে

উস চামাক ওয়ালে রঙ্গত পে লাখোঁ সালাম।

কেতনে মাহকে হুয়ে হায় মাদিনেকে ফুল

কারবালা তেরী কিসমাত পে লাখোঁ সালাম।

গাওস ও খাজা রেজা হামিদ ও মুস্তাফা

পাঞ্জে গাঞ্জে বেলায়ত পে লাখোঁ সালাম।

ডালদি ক্বালব মে আজমতে মুস্তাফা

শাইয়্যেদি আলা হযরত পে লাখোঁ সালাম।

শাইয়েদি মুর্শেদী মেরে আসি পিয়া

উনকী নুরানী কুরবত পে লাখো সালাম।

শাইয়্যেদি মুরশিদি শাহে আখতার রেজা

উনকি নূরানী সুরাত পে লাখোঁ সালাম।

এক মেরাহি রাহমত মে দাওয়া নেহি

শাহ্‌কি সারি উম্মত পে লাখো সালাম।

মুঝসে খিদমতকে কুদসি কাঁহি হাঁ রেজা

মোস্তাফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম।

সাময়ে বাজমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম।

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আস্‌সাবুতুল গায়রিয়াহ

আলা রাদ্দিল ওয়াহাবিয়াহ"।

উর্দূ রচয়িতাঃ-

পীরে ত্বরীকত, মোফাস্‌সিরে কোরআন
মুফতি, **মোহাম্মাদ শাকিল আহাম্মাদ**
আসবী রেজবী।

বাংলা অনুবাদকঃ-

মৌলানা **মোহাঃ ফজলুর রহমান**
রেজাতপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।
মোবাইল- ৯৮০০৬০৯১২২

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশকঃ-

তানজিমে আবনায়ে আসবিয়া
আসবিনগর, কাহালা, রতুয়া, মালদা।
দূরভাষঃ- ৯৭৩৪১৮০৪৭১

প্রকাশকঃ

তানজিমে আবনায়ে আসবিয়া

আসবিনগর, কাহালা, রতুয়া, মালদা।

দূরভাষঃ 9734180471

Ujala Press, Rasal... 9733130968

pdf By Syed Mostafa Sakib